AS-SUNNAI
Health Care

কুরআনী মাহ্উ

আরোগ্যের জন্য কুরআনী মাহ্উর বিধান

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে: রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে ৪

পর্ব ১: আরোগ্য ও চিকিৎসার জন্য কুরআনী মাহ্উ

১ আরোগ্য ও চিকিৎসার জন্য কুরআনী মাহ্উ ৬

২ মাহ্উ তৈরি ও লেখার পদ্ধতি ২১

৩ জাফরান দিয়ে মাহ্উ ৪৫

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি ৬২

..... ৬৩

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৬৪

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

> বিকাশ / নগদ: +8801313-882464
> ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট: 2050 115 67 00438103
> নাম: Md. Mosharrof Hossain
> শাখা: পাবনা (Pabna) · কোড: 115 · রাউটিং: 125761787

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এটি শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী রচিত আরবি গ্রন্থ **«المحو القرآني للاستشفاء والتداوي»**-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

মূল PDF-এর ভেতরকার টেক্সট-স্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাই অনুবাদের সময় তা ব্যবহার করা হয়নি; প্রতিটি পৃষ্ঠার উচ্চ-রেজল্যুশন চিত্র থেকে সরাসরি পাঠ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

আরোগ্য ও চিকিৎসার জন্য কুরআনী মাহ্উ

১ আরোগ্য ও চিকিৎসার জন্য কুরআনী মাহ্উ

২ মাহ্উ তৈরি ও লেখার পদ্ধতি

৩ জাফরান দিয়ে মাহ্উ

আরোগ্য ও চিকিৎসার জন্য কুরআনী মাহ্‌উ

ভূমিকা, মাহ্‌উর বিধান ও প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং লেখার পদ্ধতি, কে লিখবে ও উপাদান

গ্রন্থ-নিবন্ধন ও প্রকাশনা তথ্য

খালিদ ইবরাহীম আল-হিবশী, ১৪৩৩ হিজরি

কিং ফাহদ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রকাশনাকালীন নিবন্ধন (ফাহরাসা):

- আল-হিবশী, খালিদ ইবরাহীম
- *আল-মাহউল কুরআনী লিল-ইসতিশফা ওয়াত-তাদাবী* / খালিদ ইবরাহীম আল-হিবশী
- ৪৮ পৃষ্ঠা; ২১×১৫ সেমি
- রদমক (আইএসবিএন): ৯৭৮-৬০৩-০০-৯৯০৯-২
- বিষয়: ১- রুকইয়াহসমূহ, ২- দুআ ও আওরাদ, ক- শিরোনাম
- ডিউই: ২১২.৯৩ — ৪০১০ / ১৪৩৩
- জমাদানের নম্বর: ৪০১০ / ১৪৩৩
- রদমক (আইএসবিএন): ৯৭৮-৬০৩-০০-৯৯০৯-২

প্রথম সংস্করণ — ১৪৩৩ হিজরি / ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এই গ্রন্থের বিশেষ চিন্তাধারা স্থানান্তর করা, কিংবা গ্রন্থটির কোনো অংশ বা অংশবিশেষ মুদ্রণ করা, অথবা তা কোনো তথ্য-সংরক্ষণ ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা, অথবা তা যেকোনো আকারে বা যেকোনো মাধ্যমে — তা ইলেকট্রনিক হোক বা

> [মূল গ্রন্থে এখানে পূর্ণ পৃষ্ঠাজুড়ে একটি বৃত্তাকার সীলে ক্যালিগ্রাফি — بسم الله الرحمن الرحيم]
>
> [মূল গ্রন্থে এই পৃষ্ঠাটি সাদা]

মুকাদ্দিমা (ভূমিকা)

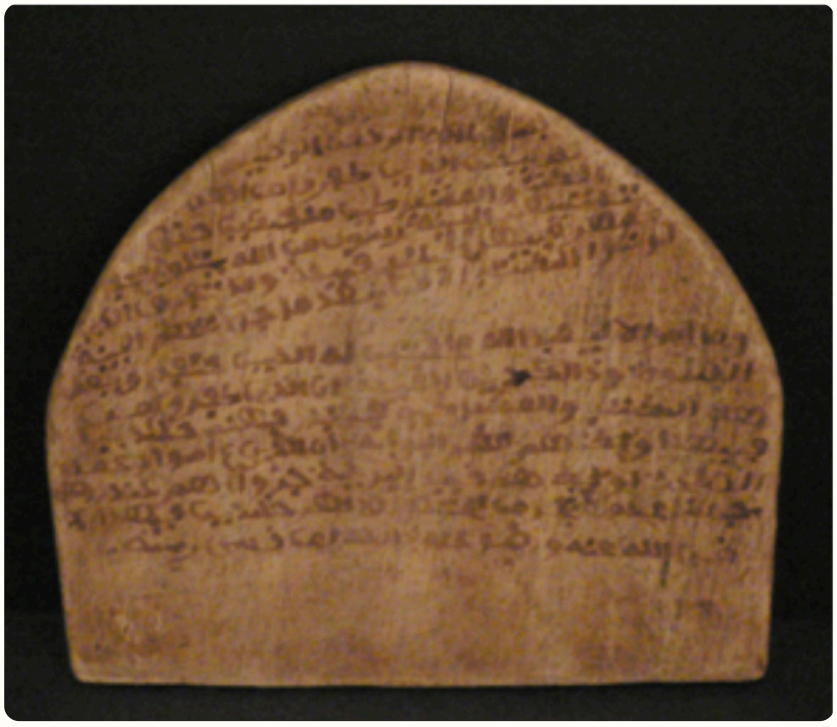
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহামহিমান্বিত, সুদৃঢ় স্তম্ভের অধিকারী। তিনি যা চান তা-ই হয়, আর যা তিনি চান না তা হয় না। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় নেই, কোনো শক্তিও নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক; তিনি ছাড়া কোনো সাহায্যকারী নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা মুহাম্মদ তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল ও তাঁর মনোনীত ব্যক্তি — সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া হাব্বিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালাহ (আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গের উপর, তাঁর প্রিয়জনদের উপর, তাঁর সাহাবীগণের উপর এবং যারা তাঁকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন)।

অতঃপর, এই গ্রন্থটি আমি প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর সামনে পেশ করছি। আমি এটি রচনা করেছি এবং এতে একত্র করেছি সেসব বিষয়, যা এসেছে একটি শরঈ ও বৈধ পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে — আর তা হলো কুরআনী মাহ্উ, অথবা বৈধ কালি দিয়ে লিখে চিকিৎসা ও আরোগ্য লাভ।

[মূল গ্রন্থে এই পৃষ্ঠাটি সাদা]

কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ – মাহ্উ

[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কালো পটভূমিতে একটি প্রাচীন কাঠের লাউহ (ফলক); তার উপর আরবি হরফে হাতে-লেখা লেখা রয়েছে]



সংজ্ঞা: মাহ্উ হলো — পবিত্র কালি দিয়ে কোনো পবিত্র বস্তুর উপর কুরআন বা দুআ লেখা, অতঃপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা এবং তা পান করা, অথবা তা দিয়ে গোসল করা, অথবা তা ছিটিয়ে দেওয়া, অথবা তা কোনো ফসলকে পান করানো (সেচ দেওয়া), অথবা তা ড্রপ হিসেবে বা ইনজেকশন হিসেবে বা মালিশ হিসেবে ব্যবহার করা — লেখাটিকে তেল দিয়ে মুছে ফেলার মাধ্যমে; অথবা যেভাবেই তা সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হোক, আল্লাহর কালাম দিয়ে এবং দুআ ও পবিত্র-বৈধ বাক্য দিয়ে চিকিৎসা, উপশম ও আরোগ্য লাভের নিয়্যতে — তা জাফরান দিয়ে হোক কিংবা অন্য কোনো বৈধ কালি দিয়ে হোক।

মাহ্উ কী: সংজ্ঞার ধাপ

১. **পবিত্র কালিতে লেখা**
পবিত্র বস্তুর উপর কুরআন বা দুআ

২. **ধুয়ে ফেলা**
পানি দিয়ে, অথবা তেল দিয়ে মুছে

৩. **ব্যবহার**
পান, গোসল, ছিটানো, মালিশ, ড্রপ বা ইনজেকশন

৪. **নিয়্যত**
আল্লাহর কালাম দিয়ে চিকিৎসা, উপশম ও আরোগ্য লাভ

৫. **কালি**
জাফরান হোক কিংবা অন্য কোনো বৈধ কালি

লেখকের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী

এর বিধান

শরীয়তে এটি জায়েয, কেননা এ ব্যাপারে দলিলসমূহ এসেছে এবং সাহাবী ও তাবিঈগণ থেকে আসারসমূহ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিতাব ও সুন্নাহয় যা এসেছে — আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا﴾

> সূরা আল-ইসরা: ৮২ আর আমি কুরআন থেকে এমন বিষয় নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত; আর তা যালিমদের কেবল ক্ষতিই বাড়ায়।

এবং তাঁর — সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর — বাণী:

(لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا)

> রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়। — মুসলিম

আর দলিলসমূহের মধ্যে রয়েছে সেসব বর্ণনা, যা সাহাবীগণ, সালাফে সালিহীন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর প্রখ্যাত আলিমগণ থেকে এসেছে।

1. লাইস মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: কুরআন লিখে তা রোগীকে পান করাতে কোনো দোষ নেই। — তাফসীরুল কুরতুবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১
2. আবূ জাফর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের অন্তরে কাঠিন্য অনুভব করে, সে যেন একটি পাত্রে জাফরান দিয়ে "ইয়াসীন" লেখে, অতঃপর তা পান করে।
3. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

আর জায়েয আছে যে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য এবং অন্যান্য রোগীর জন্য আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু অংশ ও তাঁর যিকির বৈধ কালি দিয়ে লেখা হবে, অতঃপর তা ধুয়ে পান করানো হবে — যেমনটি ইমাম আহমদ ও অন্যরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বলেছেন: আমি আমার পিতার সামনে পাঠ করেছি — আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়ালা ইবনে উবাইদ; আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফইয়ান; মুহাম্মদ ইবনে আবী লাইলা থেকে, আল-হাকাম থেকে; সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে; ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি বলেছেন: কোনো নারীর প্রসব কঠিন হয়ে গেলে সে যেন লেখে —

بِسْمِ اللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

> আল্লাহর নামে। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সহনশীল, সম্মানিত। মহান আল্লাহ, মহা আরশের রব, তিনি পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের রব।

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾

> সূরা আন-নাযিআত: ৪৬ যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা (দুনিয়ায়) একটি সন্ধ্যা বা একটি সকাল ছাড়া অবস্থান করেনি।

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ

فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾

সূরা আল-আহকাফ: ৩৫ যেদিন তারা সেই প্রতিশ্রুত বিষয় দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্ত ছাড়া অবস্থান করেনি। এ এক ঘোষণা; সুতরাং ফাসিক সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে কি ধ্বংস করা হবে?

আমার পিতা বলেছেন: আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আসওয়াদ ইবনে আমির, তাঁর সনদে, একই অর্থে; এবং তিনি বলেছেন: একটি পরিচ্ছন্ন পাত্রে লেখা হবে, অতঃপর তা পান করানো হবে। আমার পিতা বলেছেন: আর এতে ওয়াকী অতিরিক্ত বলেছেন — তা পান করানো হবে এবং তার নাভির নিচের অংশে ছিটিয়ে দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ বলেছেন: আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি নারীর জন্য একটি পাত্রে বা কোনো পরিচ্ছন্ন বস্তুর উপর লিখতেন।

আবূ আমর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হামদান আল-হীরী বলেছেন: আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আল-হাসান ইবনে সুফইয়ান আন-নাসাবী; আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে শাবওয়াইহ; আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী ইবনুল হাসান ইবনে শাকীক; আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক; সুফইয়ান থেকে; ইবনে আবী লাইলা থেকে; আল-হাকাম থেকে; সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে; ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি বলেছেন: কোনো নারীর প্রসব কঠিন হয়ে গেলে সে যেন লেখে —

بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ

الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ

আল্লাহর নামে। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সুউচ্চ, মহান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সহনশীল, সম্মানিত। আল্লাহ পবিত্র ও সুমহান, মহা আরশের রব। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের রব।

{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا}

যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা একটি সন্ধ্যা বা একটি সকাল ছাড়া অবস্থান করেনি।

{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ

فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ}

যেদিন তারা সেই প্রতিশ্রুত বিষয় দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্ত ছাড়া অবস্থান করেনি। এ এক ঘোষণা; সুতরাং ফাসিক সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে কি ধ্বংস করা হবে?

উৎস: মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ (৪/১৮৭)

1. ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ "যাদুল মাআদ" (৪/১৭০)-এ বদনজর থেকে রুকইয়াহ প্রসঙ্গে বলেছেন: "সালাফের একটি দল মনে করতেন যে, তার জন্য কুরআনের আয়াতসমূহ লেখা হবে, অতঃপর সে তা পান করবে। মুজাহিদ বলেছেন: কুরআন লিখে তা ধুয়ে রোগীকে পান করাতে কোনো দোষ নেই। অনুরূপ বর্ণনা আবূ কিলাবা থেকেও রয়েছে। আর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন — যে নারীর প্রসব কঠিন হয়ে পড়েছে, তার জন্য কুরআন থেকে কিছু অংশ লেখা হবে, অতঃপর তা ধুয়ে তাকে পান করানো হবে। আর আইয়ূব বলেছেন: আমি আবূ কিলাবাকে দেখেছি — তিনি কুরআন থেকে একটি লেখা লিখলেন, অতঃপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে এমন এক ব্যক্তিকে পান করালেন, যার ব্যথা ছিল।" — উদ্ধৃতি শেষ



আর গবেষণার শেষাংশে সমকালীন কিছু ফতোয়া রয়েছে, যেগুলো মাহ্উ বৈধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

মাহ্উর প্রয়োজনীয়তা

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করেন — মাহ্উর এবং এই পদ্ধতির প্রয়োজন কী? আগে এটি কোথায় ছিল? আর শরীয়ত থেকে কি এমন কোনো দলিল আছে, যা এই চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলোকে বৈধ করে?

এর জবাব হলো — মাহ্উ ঠিক তেমনই, যেমন হিজামা (শিঙা লাগানো), রুকইয়াহ, বান-তেল ও উটের প্রস্রাব ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করা এবং অন্যান্য শরঈ ও বৈধ চিকিৎসা — যেগুলো আগে বিদ্যমান ছিল, অতঃপর মানুষ সেগুলোর প্রচলন ছেড়ে দিয়েছে এবং সেগুলো পরিত্যাগ করেছে। আর আজকের দিনে মানুষ বিকল্প চিকিৎসা (আত-তিব্বুল বাদীল) ও নববী চিকিৎসার দিকে ঝুঁকেছে, এবং সেগুলোর উপর গবেষণা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হতে শুরু করেছে — এমনকি মানুষ হিজামার প্রতি, তা শেখার প্রতি ও তা দিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার প্রতি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে।

মাহ্উ দিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারটিও ঠিক তেমনই। এটি সাহাবী ও তাবিঈগণের যুগে এবং তাঁদের পরবর্তীদের যুগ থেকে আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ও পরিচিত ছিল। কিন্তু তা পরিত্যক্ত ও বর্জিত হয়ে গেছে — কারণ মাহ্উর বিষয়টি পরম করুণাময়ের কালাম লেখা থেকে বদলে গিয়ে শিরক ও হারাম লেখায় পরিণত হয়েছে। ফলে মুসলিম "মাহ্উ" শব্দটি শুনলেই ভয় পেতে শুরু করেছে; বরং এই শব্দটি উচ্চারিত হলে শ্রোতারা রায় দিয়ে দেয় যে, এটি পান-করা জাদুরই একটি প্রকার।

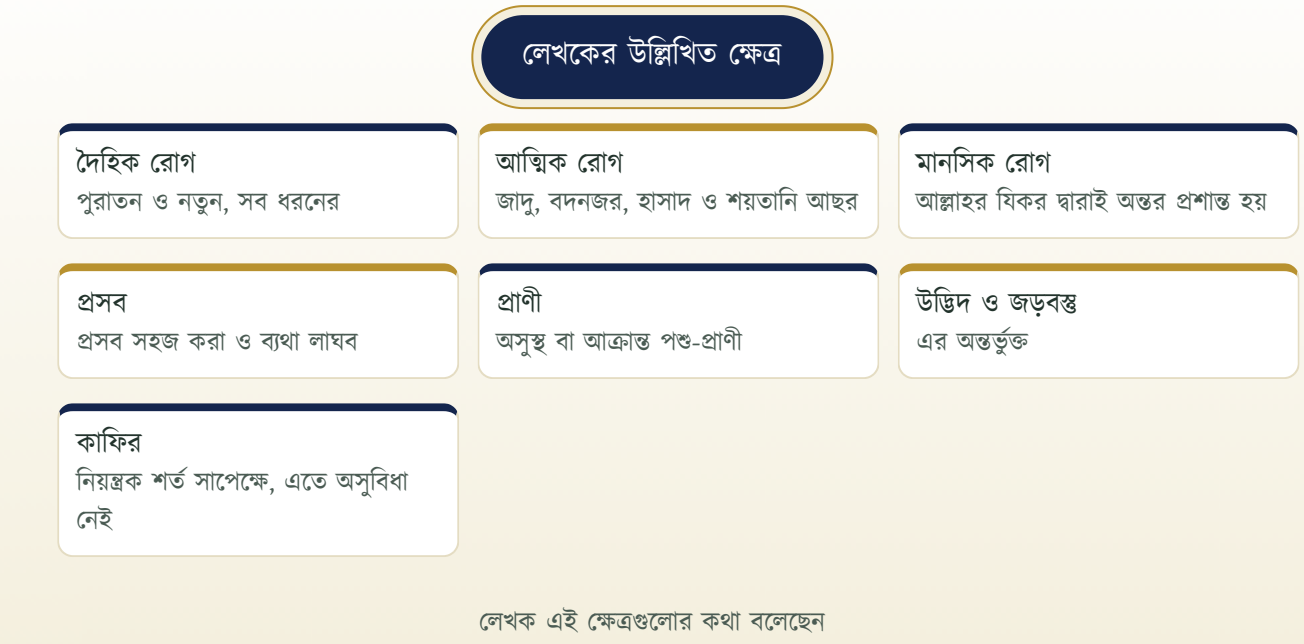
কিন্তু অবশ্যই এমন এক সময় ও কাল আসতে হবে, যখন আমরা এই বিষয়টির দিকে সঠিক দৃষ্টিতে ফিরে তাকাব এবং বিকৃতকারীরা যা নষ্ট করেছে ও মুশরিকরা যার চেহারা বিকৃত করেছে ও যা তারা দখল করে নিয়েছে — তা সংশোধন করব।

কুরআনী মাহ্উ ও দুআ দিয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রসমূহ

অনেকেই হয়তো মাহ্উ দিয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। এর জবাব হলো — এটি পঠিত পানির (মাউল মাকরূ) মতোই, এবং তা বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন:

1. সব ধরনের দৈহিক (অর্গানিক) রোগ — পুরাতন ও নতুন — থেকে চিকিৎসা ও নিরাময়।
2. আত্মিক রোগ, যেমন জাদু, বদনজর, হাসাদ ও শয়তানি আছর থেকে চিকিৎসা ও নিরাময়।
3. মানসিক রোগ থেকে চিকিৎসা ও নিরাময় — (জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়)।
4. প্রসব সহজ করা ও ব্যথা লাঘব করা।
5. আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য — যেমন পশু-প্রাণী, যদি সেগুলো অসুস্থ হয় বা আক্রান্ত হয়।
6. এর অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদ ও জড়বস্তুও।
7. এটি কাফিরদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এতে কোনো অসুবিধা নেই; তবে কিছু নিয়ন্ত্রক শর্ত ও শর্তাবলি সাপেক্ষে (যেগুলো আমি উল্লেখ করব)।

চিকিৎসার ক্ষেত্রসমূহ



মাহ্উ ব্যবহারের পদ্ধতিসমূহ ও তা দিয়ে চিকিৎসার উদ্দেশ্যসমূহ

1. তা পান করা — তা পানি দিয়ে গোলানো হোক বা তেল দিয়ে; পেট থেকে জাদু বের করার জন্য, অথবা বদনজর ও হাসাদের চিকিৎসার জন্য, অথবা শরীরে আসরকারী জিনকে পোড়ানো ও হত্যা করার জন্য, অথবা প্রসব সহজ করার জন্য, অথবা আল্লাহর অনুমতিক্রমে গর্ভ স্থিতিশীল রাখার জন্য, অথবা যেকোনো অভ্যন্তরীণ রোগের জন্য — এমনকি তা যদি ক্যান্সারের মতো কোনো দৈহিক রোগও হয় — কেননা তাতে আল্লাহর কালাম রয়েছে। আর এটি নির্ভর করে সেই আয়াতগুলোর উপর, যেগুলো লেখা হয়, গোলানো হয় ও ব্যবহার করা হয়।
2. তা দিয়ে গোসল করা — যদি তা স্বচ্ছ পানি, অথবা কোনো ভিজিয়ে রাখা নির্যাস (নাকী‘), অথবা ভেষজের নির্যাস (মুসতাহলাব) দিয়ে গোলানো হয়ে থাকে।

3. তা দিয়ে মালিশ করা — যদি তা তেল, অথবা সুগন্ধি (আতর), অথবা ক্রিম বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে গোলানো হয়ে থাকে।
4. তা দিয়ে ইনজেকশন/পিচকারি দেওয়া — আমি বোঝাতে চাচ্ছি পায়ুপথের বা যোনিপথের পিচকারি (হুকনা); তার ভেতরে মাহ্উর তরল রাখা হবে — তার প্রকৃতি যা-ই হোক, পানি হোক বা তেল, অবস্থা যা দাবি করে সে অনুযায়ী; এবং প্রয়োজন অনুসারে তা ব্যবহার করা হবে। আর কেউ কেউ যেমন ধারণা করেন, এটি আল্লাহর কালামের অবমাননার অন্তর্ভুক্ত নয় — কারণ এটি একটি চিকিৎসা।

[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কালো পটভূমিতে একটি সবুজ রঙের রাবারের পিচকারি (এনিমা বাল্ব), সাদা নল-মুখসহ]



5. ছিটানো (রশ্) — এটি প্রসবের সময় নারীর উপর ছিটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ইমাম আহমদ বলেছেন: তার নাভির নিচের অংশে (জরায়ু ও সম্মুখভাগে) ছিটিয়ে দেওয়া হবে। আর তেমনিভাবে ঘরবাড়িকে শয়তানের আধিপত্য থেকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদের কর্ম ও জাদুকরদের কর্ম বাতিল করার জন্যও। আর আসবাবপত্র, পোশাক ও ফসল-গাছপালা (যেমন ফুল ও সুন্দর টব-গাছ), ঘরবাড়ি, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি থেকে বদনজর ও হাসাদ বাতিল করার জন্যও ছিটানো হয়; আর ক্ষতিকর পোকামাকড়ের জায়গায়ও ছিটানো হয়। তবে বাথরুমে (প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার স্থানে) ছিটানো হবে না।
6. চোখ, নাক ও কানে ফোঁটা দেওয়া (তাক্তীর) — আর আমরা সতর্ক থাকব; কথাটি ঢালাওভাবে প্রযোজ্য নয়, বরং ফোঁটা দেওয়ার ধরন ও গোলানো উপাদান অনুসারে। সুতরাং মাহ্উর প্রতিটি জিনিস চোখে ফোঁটা দেওয়া যাবে না — উদাহরণস্বরূপ; অনুরূপভাবে নাক ও কানেও, বিশেষত যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা ও প্রকৃত ক্ষতি থাকে। সুতরাং কানের পর্দা যদি ফাটা (ছিদ্রযুক্ত) থাকে, তবে ফোঁটা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবেই বিষয়টি বুঝতে হবে।

ব্যবহারের ছয় পদ্ধতি

পদ্ধতি	লেখকের বক্তব্য
পান করা	পানি বা তেলে গোলানো; আল্লাহর কালাম রয়েছে বলে
গোসল করা	স্বচ্ছ পানি, নির্যাস বা ভেষজের নির্যাসে গোলানো
মালিশ করা	তেল, আতর বা ক্রিমে গোলানো
পিচকারি (হুকনা)	আল্লাহর কালামের অবমাননা নয়, কারণ এটি চিকিৎসা
ছিটানো	প্রসবের সময় নারী, ঘরবাড়ি, ফসল; বাথরুমে নয়
চোখ, নাক ও কানে ফোঁটা	ঢালাও নয়; কানের পর্দা ফাটা হলে বিরত থাকতে হবে

ছয়টি পদ্ধতি লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী

মাহ্উ লেখার পদ্ধতি

এর পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হয়েছে। আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে, তা হলো — তাঁরা নিম্নলিখিত জিনিসের উপর লিখতেন:

1. তাঁরা জাম-এর উপর লিখতেন, অর্থাৎ থালা — ভাষায় যেমন এর অর্থ। আর তা কাচ, তামা বা লোহা — যেকোনো বস্তুর হতে পারে।

2 খতেন। এই পদ্ধতিটি



3. তাঁরা কাপড়ের উপর লিখতেন, অতঃপর তা ধুয়ে নিতেন।

[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — সাদা কাপড়ের উপর হলুদাভ (জাফরানি) কালিতে ঘন সারিবদ্ধ আরবি লেখা]



4. তাঁরা কাচের উপর লিখতেন — লেখা ও মোছার সহজতার জন্য; তবে তা বহন করা এবং ভাঙা থেকে রক্ষা করা কঠিন।
5. তাঁরা কাগজের উপর লিখতেন — আর এটি কাগজে লেখার সহজতার কারণে। কেননা থালায় লিখতে গেলে ১০টি কাগজে যতটুকু ধরে ততটুকু লেখার জন্য উদাহরণস্বরূপ ১০০টি থালার প্রয়োজন হয়। আর এসব থালা বহন করা, কিংবা আবার লেখার জন্য থালা ধুয়ে নেওয়া — বিরাট কষ্টসাধ্য কাজ; তেমনি কষ্টসাধ্য, যদি কেউ তা বহন করতে বা পাঠাতে চায়। এর বিপরীতে কাগজ — এক হাজার লিখিত কাগজ বহন করা সহজ, আর সঙ্গে সঙ্গে তা ধুয়ে ফেলারও প্রয়োজন নেই; বরং তা যেকোনো জায়গায় রয়ে যেতে পারে। এভাবেই কাগজ এই কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ও প্রচলিত হয়ে রয়ে গেছে এখন পর্যন্ত।

মাহ্উ কে লিখবে



অনেক মানুষ ধারণা করে যে, এই মাহ্উ অবশ্যই কোনো শাইখ, বা কোনো সাহাবী, বা রোগী নিজে লিখতে হবে; এবং কোনো নারী, বা পাপাচারী মুসলিম, বা বালেগ হয়নি এমন কেউ লিখলে তা উপকার করবে না।

কিন্তু সঠিক কথা হলো — লেখার বিষয়টি আগেকার দিনে যিনি লেখা জানতেন তিনিই লিখতেন; আর যারা ভালো লিখতে পারতেন তারা ছিলেন সংখ্যায় অল্প। এ কারণেই দোকান বা এমন জায়গা থাকত, যেখানে লেখকরা বসতেন — তাঁরা কুরআন লিখতেন, আর তাঁরাই কুরআন থেকে মাহ্উও লিখতেন; বরং তাঁদের কেউ কেউ তামীমা (তাবিজ)-ও লিখতেন। ফলে যার মাহ্উর প্রয়োজন হতো, সে এদের কারও কাছে যেত এবং বলত: আমি চাই তুমি আমার জন্য একটি ফলকে অমুক আয়াত ও অমুক আয়াত, অথবা অমুক সূরা ও অমুক সূরা লিখে দাও।

বরং তাঁদের কেউ কেউ জানান যে, তিনি কোনো ব্যক্তিকে তাঁর জন্য মাহ্উ তৈরি করে প্রস্তুত করে দেওয়ার দায়িত্ব দেন — এই শর্তে যে, সেই ব্যক্তির পরিশ্রম অনুযায়ী এতে তার পারিশ্রমিক থাকবে। আর আমি নিজে দেখেছি, তাঁদের কেউ কেউ একজনের সঙ্গে চুক্তি করছেন যে, তিনি তার জন্য পূর্ণ কুরআন পানিতে গোলানো মাহ্উ আকারে লিখে দেবেন; অতঃপর তিনি কালির খরচ এবং কে তাঁকে এ কাজে সাহায্য করবে — তা হিসাব করতে শুরু করলেন; বিশেষত মাহ্উর তলবকারী যদি তাড়াহুড়া করে, তবে তিনি একা কাজটি করবেন না, বরং কাজটি তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজনের মধ্যে ভাগ করে দেবেন — তাদের প্রত্যেকে কিছু কিছু অংশ লিখবে, যাতে তাদের জন্য সহজ হয়।

তেমনিভাবে, যাঁরা কুরআন লেখা ও তা গোলানো জায়েয বলেছেন তাঁদের ফতোয়াগুলোতেও তাঁরা শর্ত করেননি যে, বিশেষ কোনো ব্যক্তিকেই তা লিখতে হবে — বরং তা কুরআন লেখার মতোই।

কে লিখবে: ধারণা ও লেখকের কথা

অনেক মানুষের ধারণা	লেখকের সঠিক কথা
শাইখ, সাহাবী বা রোগী নিজে লিখতে হবে	আগে যিনি লিখতে জানতেন তিনিই লিখতেন
নারী, পাপাচারী বা অপ্রাপ্তবয়স্কের লেখা উপকার করবে না	লেখকরা মাহ্উও লিখতেন; ফতোয়ায় বিশেষ ব্যক্তির শর্ত নেই

লেখক ধারণাগুলো এভাবে বর্ণনা করে সঠিক কথা বলেছেন

মাহ্‌উ লেখার উপাদান কী

অনেকে ধারণা করে যে, মাহ্‌উ অবশ্যই জাফরান দিয়ে লিখতে হবে এবং অন্য কিছু দিয়ে তা উপকারও করবে না, কাজেও আসবে না। কিন্তু সঠিক কথা হলো:

1. তা যেকোনো বৈধ কালি দিয়ে লেখা হবে — এমন কালি, যাতে স্বাস্থ্যের জন্য কোনো ক্ষতি নেই। আগেকার দিনে কড়াকড়ি ছিল এই যে, রক্ত বা প্রস্রাব দিয়ে লেখা যাবে না — যেমনটি জাদুকররা করে থাকে; কেননা তা নাপাক এবং তা করা জায়েয নয়। আর আমরা এই যুগে তার সঙ্গে আরও যোগ করছি যে, মাহ্‌উ পান করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে প্রচলিত (রাসায়নিক) কালি দিয়ে লেখা যাবে না; তবে সেগুলো দিয়ে কেবল গোসল করার ক্ষেত্রে উপকার নেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে।
2. তাঁরা জাফরান দিয়ে এবং জাফরান ছাড়া অন্য জিনিস দিয়েও মাহ্‌উ লিখতেন এবং এখনো লেখেন — তা সেই কালো কালি দিয়ে হোক, যা দিয়ে তাঁরা ফলকের উপর লেখেন; আর তা পবিত্র উপাদান দিয়ে তৈরি (গুঁড়া করা উদ্ভিজ্জ কয়লা, পানি ও আরবি আঠা), যদিও প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হয়।
3. সুতরাং এ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রক নীতি — যেমনটি আলিমগণ উল্লেখ করেছেন — তা হলো: পবিত্র কালি দিয়ে হবে, পবিত্র বস্তুর উপর হবে, এবং কলম বা নলখাগড়া বা যা দিয়েই লেখা হোক তা পবিত্র হবে। এমনকি যদি সে আঙুল দিয়ে, বা কাঠি দিয়ে, বা এমন যেকোনো কিছু দিয়ে লেখে যা থেকে পাঠযোগ্য লেখা তৈরি হয় — (তাও চলবে)।
4. তাঁরা প্রাকৃতিক কালো কালি দিয়ে লিখতেন, এবং এখনো লেখেন; আর তাঁরা জাফরান দিয়ে লিখতেন; এবং তাঁরা "দামুল আখাওয়াইন" দিয়েও লিখতেন — (যা আরও পরিচিত: দামুল গাযাল, দামুস সু'বান, সামগুল বালাত, দামুত তিন্নীন, উরূক হামরা, দামুত তাইস, আশ-শাইয়ান ও আল-আইদা' নামে) — আর তা জিনকে বিরক্ত করে, খাওয়ার মাধ্যমে হোক বা পান করার মাধ্যমে।
5. উদ্দেশ্য হলো — যা কিছু বৈধ, তা দিয়েই লেখা যাবে। সুতরাং যে রঙের উপাদান প্রাকৃতিক এবং তাতে কোনো ক্ষতি নেই, তা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এর ভিত্তিতে আমরা কেবল জাফরানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব না; বিশেষত যেহেতু বাজারে যা আছে তার অধিকাংশই ভেজাল — এমনকি যাকে তারা "আসল" বলে ডাকে সেটিও। আর যে ব্যক্তি আসল জাফরান চিনতে পারে, সে জানে যে, যাকে "আসল" নাম দেওয়া হয়েছে তাতেও এমন একটি অনুপাত রয়েছে যা জাফরান নয় — আর তা থাকতেই হয়।
6. অধিকাংশ মানুষের জন্য এখন ও ভবিষ্যতে বিষয়টি সহজ করার জন্য — আর এদিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে বিষয়টি এখনকার মতো কঠিন হয়ে না যায় — সুতরাং "দামুল আখাওয়াইন" দিয়ে তার লাল রঙে লেখা যেতে পারে; হলুদ (হারদ) দিয়েও লেখা যেতে পারে; আর তেমনিভাবে কারকাদে (রোজেলা) দিয়ে, রেউচিনি (রাওয়ান্দ) দিয়ে ও মেহেদি দিয়ে, এবং এগুলোর পারস্পরিক মিশ্রণ দিয়েও — আর এগুলো সবই সস্তা ও সকলের নাগালের মধ্যে।
7. ছাপাখানায়, বা সিলমোহর দিয়ে, বা প্রিন্টার দিয়ে তা ছাপানো সম্ভব — এই শর্তে যে, কালি বৈধ হবে; আর যেকোনো রঙে হতে পারে।
8. ছোট স্পষ্ট হরফ ও বড় হরফের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই — তা লেখাতেই হোক বা ছাপায়।
9. সাধারণ মুসলিমদের জন্য বিষয়টি সহজ করা এবং একচেটিয়াকরণ না হওয়া — এমনকি অনারবরা, যারা আরবি জানে না, তাদের জন্যও এই মাহ্‌উ পর্যন্ত পৌঁছানো সহজ হওয়া; একটি ব্যক্তিগত প্রিন্টার থাকার মাধ্যমে, যা তার জন্য তা থেকে উপকার নেওয়া সহজ করে দেয় — কেবল আয়াত নির্বাচন করে প্রিন্টের নির্দেশ দিলেই হলো।
10. উপকারিতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় এর ব্যবসা করা জায়েয; আর এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ফতোয়া রয়েছে। মাহ্‌উ বিক্রি করাও জায়েয — যেমন মুসহাফ (কুরআনের কপি) বিক্রি করা ও তা থেকে উপার্জন করা জায়েয; বরং রুকইয়াহর ক্ষেত্রেও মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে

পারিশ্রমিক নাও, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার আল্লাহর কিতাব" — সুতরাং তিনি একে "আজর" (পারিশ্রমিক) নাম দিয়েছেন।

11. ইসলামী বিশ্বে অগণিত যেসব ভেলকিবাজি ও অলীক কাণ্ড রয়েছে, যার মধ্যে শিরকি বিষয়ও রয়েছে — তার পরিবর্তে বিকল্প ও সঠিক সমাধান বের করা। কেননা যদি এটি সেগুলোর স্থান দখল করে, তবে আমরা একটি বৈধ-হালাল চিকিৎসা ও ওষুধ পেশ করলাম, যা হারাম নয়, এবং একটি শরঈ বিকল্প পেশ করলাম।
12. মাহ্উ কার্যকর হওয়ার জন্য নিয়্যতের প্রয়োজন হয় না; আর এটি ব্যাপক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্পষ্ট। তেমনি সিলমোহর দিয়ে করা মাহ্উ এবং ছাপাখানায় বা কম্পিউটারে ছাপা মাহ্উর প্রভাব দ্বারাও তা স্পষ্ট। যদিও রাকী ও যার উপর রুকইয়াহ করা হচ্ছে — উভয়ের নিয়্যত জরুরি হওয়ার ব্যাপারে একটি ফতোয়া রয়েছে, কিন্তু সহীহ নস দ্বারা তার কোনো দলিল নেই। বরং সঠিক হলো তাঁর — সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর — বাণী: "তোমাদের মধ্যে যে নিজের ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে।" আর উপকারিতাসমূহ প্রমাণিত হয়েছে — যেমন রেকর্ডকৃত রুকইয়াহ দ্বারা অর্জিত উপকারিতাসমূহ প্রমাণিত হয়েছে, যদিও তার কোনো উপকার নেই মর্মে ফতোয়া বিদ্যমান রয়েছে।

মাহ্উর কালি: লেখকের নির্দেশনা

করুন

- ✓ যেকোনো বৈধ কালি, যাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি নেই
- ✓ পবিত্র কালি, পবিত্র বস্তু ও পবিত্র কলম
- ✓ ছাপাখানা, সিলমোহর বা প্রিন্টারে ছাপা, কালি বৈধ হলে
- ✓ জাফরানের পাশাপাশি হলুদ, কারকাদে, রেউচিনি, মেহেদি

করবেন না

- ✗ রক্ত বা প্রস্রাব দিয়ে লেখা, কারণ তা নাপাক
- ✗ পান করার জন্য প্রচলিত রাসায়নিক কালি

এক নজরে

- ★ মাহ্উ: পবিত্র কালিতে পবিত্র বস্তুর উপর লিখে ধুয়ে ব্যবহার
- ★ লেখকের মতে শরীয়তে এটি জায়েয; কুরআন ও সালাফের বর্ণনা দলিল
- ★ মাহ্উ শিরক ও হারাম লেখায় বদলে যাওয়ায় পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে লেখকের ব্যাখ্যা
- ★ পদ্ধতি: পান, গোসল, মালিশ, পিচকারি, ছিটানো ও ফোঁটা
- ★ ছিটানো যাবে না বাথরুমে; কানের পর্দা ফাটা হলে ফোঁটা নয়
- ★ বিশেষ কোনো ব্যক্তির লেখার শর্ত নেই
- ★ কালি বৈধ ও ক্ষতিহীন হতে হবে; জাফরানই একমাত্র নয়

যাচাই করুন

1. লেখকের মতে মাহ্‌উর বিধান কী?

ক. হারাম

খ. শরীয়তে জায়েয

গ. মাকরূহ

2. মুজাহিদ থেকে কী বর্ণিত হয়েছে?

ক. কুরআন লিখে রোগীকে পান করানো নিষিদ্ধ

খ. কুরআন লিখে রোগীকে পান করাতে কোনো দোষ নেই

3. কোথায় মাহ্‌উ ছিটানো হবে না?

ক. ঘরের আসবাবে

খ. ফসল-গাছপালায়

গ. বাথরুমে

4. কানের পর্দা ফাটা থাকলে কী করতে হবে?

ক. ফোঁটা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে

খ. দ্বিগুণ ফোঁটা দিতে হবে

5. আগেকার দিনে কোন বস্তু দিয়ে লেখা যাবে না বলা হতো?

ক. জাফরান

খ. আরবি আঠা

গ. রক্ত বা প্রস্রাব

6. মাহ্‌উ কি অবশ্যই জাফরান দিয়ে লিখতে হবে?

ক. হ্যাঁ, অন্য কিছুতে কাজে আসবে না

খ. না, যেকোনো বৈধ ও ক্ষতিহীন কালিতে লেখা যাবে

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

মাহ্উ তৈরি ও লেখার পদ্ধতি

মুসলিমদের জন্য সহজ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষাদানের জন্য আমি মাহ্উ তৈরি ও তা দিয়ে লেখার একটি সহজ পদ্ধতি এখানে উপস্থাপন করছি।

প্রথমত: লেখার কাজে ব্যবহৃত কিছু ভেষজের ছবি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে যা'ফরান (জাফরান), উসফুর (কুসুম ফুল), দামুল গাযাল বা দামুল আখাওয়াইন, কুরকুম (হলুদ), কারকাদীহ (রোজেলা) এবং আরও কিছু। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে সহজ হলো উসফুর, সঙ্গে সামান্য পরিমাণ দামুল গাযাল; এটি দামে সস্তা এবং মুসলিমদের জন্য তা সংগ্রহ করাও সহজ।

[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — সাদা পটভূমিতে লাল-কমলা রঙের শুকনো আঁশের স্তূপ; ছবির ভেতরে লেখা: العصفر (উসফুর)]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরা গাঢ় লাল রঙের গুঁড়া, একজন তা হাতে ধরে আছেন, পাশে উসফুর রাখা; ছবির ভেতরে লেখা: عشبة دم الغزال (دم الأخوين) — দামুল গাযাল ভেষজ (দামুল আখাওয়াইন)]



দ্বিতীয়ত: কালি (মিদাদ) তৈরির পদ্ধতি

1. আমরা ৫০ গ্রাম উসফুর নেব এবং তাতে ৫–১০ গ্রাম দামুল আখাওয়াইন যোগ করব, যাকে দামুল গাযালও বলা হয়। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো, একজন এক আলিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — দামুল গাযাল দিয়ে লেখা কি জায়েয? তিনি এই ভেষজটিকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাইখ তাঁকে উত্তরে বলেছিলেন, এটি জায়েয নয়; কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে এটি হরিণের প্রাণীজ রক্ত। কাজেই আমরা যেন সতর্ক থাকি, বিষয়গুলো যেন গুলিয়ে না ফেলি।
2. এতে মাঝারি এক গ্লাস গরম পানি যোগ করব এবং মিশ্রণটি নাড়তে থাকব, যতক্ষণ না এর রং গাঢ় কমলা বা রক্তিম-কমলা হয়ে যায়।
3. এটি একদিন বা তার কম সময়ের জন্য রেখে দেওয়া হবে, তারপর ছেঁকে নেওয়া হবে, এরপর ব্যবহারের জন্য একটি ছোট শিশি-বোতলে রাখা হবে।

কালি তৈরির ধাপ

১ **উপকরণ**
৫০ গ্রাম উসফুর; ৫–১০ গ্রাম দামুল আখাওয়াইন

২ **গরম পানি মেশানো**
মাঝারি এক গ্লাস; নাড়তে থাকা

৩ **রং**
গাঢ় কমলা বা রক্তিম-কমলা না হওয়া পর্যন্ত

৪ **রেখে দেওয়া**
একদিন বা তার কম সময়

৫ **ছেঁকে রাখা**
ব্যবহারের জন্য ছোট শিশি-বোতলে

লেখকের বর্ণিত পদ্ধতি

তৃতীয়ত: সরঞ্জাম ও ছবিসহ লেখার পদ্ধতি

লেখার চার পদ্ধতি

মাহ্উ লেখার চার পদ্ধতি

প্রশস্ত কলম
কলম ধুয়ে কালি ভরে লেখা

কালির কলম
পবিত্র কালি ভরে সরাসরি লেখা; পকেটে বহনযোগ্য

প্রাকৃতিক কলম
শিশুদের নিরাপদ কলম; গায়ে লেখা থাকে EDIBLE

কম্পিউটারের প্রিন্টার
খাদ্যোপযোগী কালিতে ছাপা; আরও দ্রুত ও সহজ

লেখকের উপস্থাপিত চারটি পদ্ধতি

১। প্রশস্ত কলম দিয়ে লেখার পদ্ধতি

প্রশস্ত কলমে পবিত্র কালি ভরা

১. **ভেতরের অংশ বের করা**
কলমের খোল থেকে টেনে

২. **পানিতে ধুয়ে কালিমুক্ত করা**
ভেতর থেকেও ধোয়া

৩. **সিরিঞ্জ দিয়ে কালি টানা**
গ্লাসে রাখা কালি থেকে

৪. **ধোয়া তুলায় ঢালা**
কলমের ভেতরের তুলায়

৫. **ছিপি ফিরিয়ে কলম বন্ধ করা**
আগে যেমন ছিল তেমন

৬. **নতুন কালিতে লেখা**
এভাবেই কাজটি সম্পন্ন

ছবির ক্যাপশন অনুযায়ী ধাপ

[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — একটি হাত সাদা বেসিনের উপর মোটা মার্কার-কলম ধরে আছে; ক্যাপশন: قلم خط عريض — প্রশস্ত রেখার কলম]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কলমের খোল থেকে ভেতরের অংশটি টেনে বের করা হচ্ছে; ক্যাপশন: وتخرج القطعة الداخلية — এবং ভেতরের অংশটি বের করা হয়]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — বেসিনে কলমের ভেতরের অংশটি ধোয়া হচ্ছে, নীল কালি ছড়িয়ে পড়েছে; ক্যাপশন: وتغسل وتصفى بالماء من الحبر — এবং পানি দিয়ে ধুয়ে কালিমুক্ত করে পরিষ্কার করা হয়]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কলমের খোলের ভেতর দিয়ে পানির ধারা যাচ্ছে; ক্যাপশন: ومن الداخل ايضا —

ভেতর থেকেও (ধোয়া হয়)]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — একটি সিরিঞ্জ দিয়ে গ্লাসে রাখা কালি টেনে নেওয়া হচ্ছে; ক্যাপশন: يشفط المداد بحقنة — সিরিঞ্জ দিয়ে কালি টেনে নেওয়া হয়]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — সিরিঞ্জ থেকে কালি কলমের ভেতরের তুলায় ঢালা হচ্ছে; ক্যাপশন: ثم يفرغ في القطنة الداخلية المغسولة — তারপর তা ধুয়ে রাখা ভেতরের তুলায় ঢেলে দেওয়া হয়]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কলমের ছিপি পুনরায় লাগানো হচ্ছে; ক্যাপশন: ثم تعاد الفلينة مكانها — তারপর ছিপিটি তার জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কলমটি হাতে ধরে বন্ধ করা হচ্ছে; ক্যাপশন: وتغلق كما كانت — এবং আগে যেমন ছিল তেমনভাবেই বন্ধ করা হয়]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — সাদা কাগজে নতুন কালি দিয়ে লেখা হচ্ছে; ক্যাপশন: ثم تكتب بالمداد الجديد — তারপর নতুন কালি দিয়ে লেখা হয়]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কাগজে হলুদাভ কালিতে লেখা সম্পন্ন; ক্যাপশন: وهكذا تم العمل — এভাবেই কাজটি সম্পন্ন হলো]



২। আরও একটি পদ্ধতি আছে যা এর চেয়েও সহজতর ও সহজ, আর তা হলো কালির কলম (ইঙ্ক-পেন) দিয়ে। সস্তা কিছু ধরনও পাওয়া যায়, যেগুলোতে পবিত্র কালি ভরে সরাসরি তা দিয়ে লেখা যায় এবং আপনি যেখানেই থাকুন পকেটে বহন করতে পারেন। এই যে তার ছবিগুলো:

[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — একটি কলম কালির পাত্রে ডুবিয়ে কালি ভরা হচ্ছে; ক্যাপশন: وممكن بهذا القلم السائل — এই তরল কলম দিয়েও সম্ভব]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কলমটি কালিভর্তি ছোট পাত্রে দাঁড় করানো; ক্যাপশন: السحب اسهل من الاول

— কালি টানা প্রথমটির চেয়ে সহজ]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কলমটি হাতে ধরা, ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত; ক্যাপশন: وهكذا أصبح جاهزا — এভাবেই এটি প্রস্তুত হয়ে গেল]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — সাদা কাগজে ঐ কলম দিয়ে লেখা হচ্ছে; ক্যাপশন: وهذا خطه الا أن الأول أعرض — আর এই হলো এর লেখা, তবে প্রথমটির রেখা বেশি প্রশস্ত]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — A4 মাপের স্বচ্ছ ল্যামিনেশন-পলিথিনের ভেতরে সাদা কাগজ ঢোকানো হচ্ছে; ক্যাপশন: نايلون تغليف حراري ويوضع بداخلها ورقة بيضاء نفس A4 أفضل شيء الكتابة على المقاس — সবচেয়ে উত্তম হলো A4 মাপের তাপ-ল্যামিনেশন নাইলনের উপর লেখা, যার ভেতরে একই মাপের একটি সাদা কাগজ রাখা হয়]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — ল্যামিনেট করা সাদা শিটটি হাতে ধরা; ক্যাপশন সবুজ হরফে, আংশিক পাঠযোগ্য: ... وهذه اسهل طريقة لأن المداد يسهل غسله من الورق ويكون هذا — আর এটিই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি, কারণ এতে কাগজ থেকে কালি ধুয়ে ফেলা সহজ হয়]



আর লেখার জন্য সর্বোত্তম উপকরণ হলো A4 মাপের ল্যামিনেশনের জন্য নির্ধারিত স্বচ্ছ প্লাস্টিক; তার মাঝখানে একই মাপের একটি সাদা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়ে সেটিকে ল্যামিনেট করে নেওয়া হয়, ফলে তা সাদা বোর্ডের মতো হয়ে যায়। এরপর তার উপর লেখা হয় এবং ধুয়ে ফেলা হয়। এটি কাগজে লেখার চেয়ে সহজ, কারণ কাগজে লেখাটি সহজে গলে না। আর প্রতিটি বিষয়েই কল্যাণ রয়েছে।

৩। আমি যা উল্লেখ করেছি তার চেয়েও সহজতর ও সহজ কিছু পদ্ধতি আছে। তার একটি হলো, এমন কলম পাওয়া যায় যেগুলোর কালি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক। এর মধ্যে শিশুদের জন্য তৈরি নিরাপদ ও নিশ্চিত কলম রয়েছে — কারণ নির্মাতারা জানেন যে শিশু তা মুখে দিতে পারে, তাই তাঁরা সেগুলো অক্ষতিকর ও খাদ্যোপযোগী উপাদান দিয়ে তৈরি করেছেন এবং রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত রেখেছেন। এগুলোর কিছু আবার মিষ্টান্ন ও কেকের উপর লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়, আর সেগুলোর গায়ে ইংরেজিতে লেখা থাকে (EDIBLE), অর্থাৎ খাদ্যোপযোগী। এই হলো তার কিছু ছবি ও আকৃতি:

> [মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — নানা রঙের মোটা মার্কার-কলমের সারি; ক্যাপশন: أقلام التلوين على الحلويات — মিষ্টান্নের উপর রং করার কলম]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — একটি কালো "AmeriColor Gourmet Writer" কলম, পটভূমিতে রঙিন মিষ্টির বয়াম; ছবির নিচে ইংরেজিতে: Edible Ink Pen — By Bakerella]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কালো উপহার-বাক্সে রাখা একটি কালির শিশি ও একটি কমলা-রূপালি কলম]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — স্বচ্ছ প্যাকেটে সাজানো দশটি রঙিন দুই-মুখো কলম]



৪। আরও একটি পদ্ধতি আছে যা আরও দ্রুত ও সহজ, আর তা হলো কম্পিউটারের প্রিন্টার দিয়ে ছাপানো। এর জন্যও বিশেষ কালি রয়েছে, যেগুলোর মিদাদ খাদ্যোপযোগী এবং কেক, মিষ্টান্ন ইত্যাদির উপর ছাপানোর কাজে ব্যবহৃত হয়; এগুলো বহুল প্রচলিত ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিটি অন্যান্য পদ্ধতির মতোই জায়েয। আঙুল দিয়ে, নলখাগড়া দিয়ে, কলম দিয়ে, প্রিন্টার দিয়ে কিংবা সিলমোহর দিয়ে লেখাকে হারাম সাব্যস্ত করে এমন কোনো দলিল নেই; কারণ এগুলো সবই লেখা, তবে প্রযুক্তির উন্নতির কারণে তা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু এতে কোনো বাধা নেই, কারণ তা একই লিপির উপর হয় এবং হরফগুলো পূর্ণাঙ্গ থাকে। এটি মুসহাফ ছাপানোর হুকুমই গ্রহণ করবে — হাতে লেখা হোক কিংবা ছাপাখানায় ছাপানো হোক, উভয়ের অবস্থা এক। যিনি এটিকে নাজায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন তিনি ভুল করেছেন; তাঁর কথা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ, হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো নস ছাড়াই। বরং লেখা,

সিলমোহর ও ছাপা — এসব জায়েয হওয়ার পক্ষে ফতোয়া রয়েছে, যেমন সিলমোহরের ব্যাপারে রয়েছে। এই হলো প্রিন্টারের জন্য কিছু প্রাকৃতিক কালির ছবি:

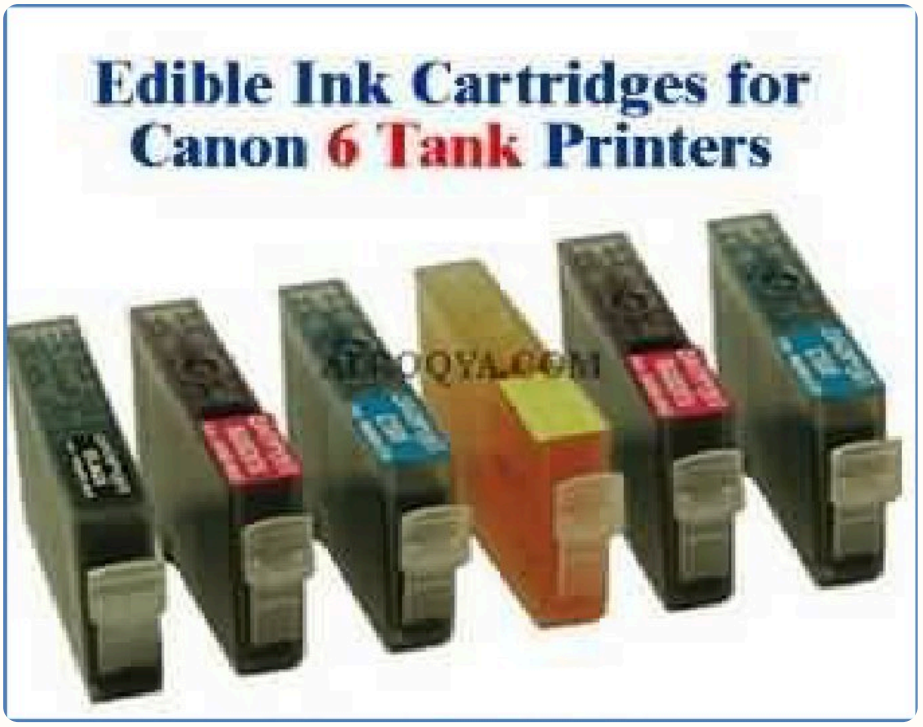
[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — চারটি বোতল খাদ্যোপযোগী কালির বিজ্ঞাপন; ইংরেজিতে লেখা: Edible Ink — Edible Ink for Inkjet Printing on Mints, Cookies & Chocolate]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — ইঙ্কজেট প্রিন্টারের জন্য এক লিটারের কালির ক্যান; ক্যাপশন: وهذا حبر طبيعي صالح للأكل — আর এটি প্রাকৃতিক কালি, খাওয়ার উপযোগী]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — ছয়টি প্রিন্টার-কার্ট্রিজ; ইংরেজিতে লেখা: Edible Ink Cartridges for Canon 6 Tank Printers]



[মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — কালির বোতল ও কার্ট্রিজ রিফিল করার সরঞ্জাম; ইংরেজিতে লেখা: Kopykake's: Edible Ink Refill Kits!]



আর যিনি বলেন যে এই পদ্ধতিগুলো জায়েয নয়, তাঁর দায়িত্ব হলো নিষেধের পক্ষে দলিল উপস্থাপন করা। আর যদি তিনি এই যুক্তি দেন যে, মাহ্উ লেখা ও তা বিক্রি করা আল্লাহর কালাম নিয়ে ব্যবসার দরজা খুলে দেবে — তবে এ কথা প্রত্যাখ্যাত। নইলে মুসহাফ বিক্রি করা ও তা নিয়ে ব্যবসা করাও জায়েয হতো না। তাছাড়া মাহ্উ বিক্রি জায়েয

হওয়ার পক্ষে ফতোয়াও রয়েছে; কারণ এটি একটি চিকিৎসা। যেমন রুকইয়াহর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয — আর রুকইয়াহ তো রোগীর উপর কুরআন পড়া — তেমনি এটিও তার অনুরূপ। হাদীসটি সুস্পষ্ট:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

> "তোমরা যেসব বিষয়ের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করো, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।"

তিনি ﷺ একে "আজর" (পারিশ্রমিক) নাম দিয়েছেন। যদিও আমরা উপদেশ দিই যে, এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা হয়। আর আমরা মাহ্উ তৈরির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে রোগীদের জন্য এ কাজটি সহজ করে দিচ্ছি, যাতে তাঁরা নিজেরাই তা করতে পারেন, মাহ্উ কিনতে না হয়।

সমকালীন কিছু আলিম নিষেধ করেছেন যে, রুকইয়াহ সিলমোহরের মাধ্যমে হবে। কিন্তু নিষেধের পক্ষে তাঁর সঙ্গে কোনো দলিল নেই; কারণ সিলমোহর তো আধুনিক পদ্ধতিতে লেখাই। এটি ঠিক তেমন, যেমন কেউ মুসহাফ ছাপানো নিষেধ করে অথচ তা লেখার অনুমতি দেয়। অথচ কুরআন কুরআনই — তা ছাপার মাধ্যমেই হোক বা লেখার মাধ্যমে।

আপত্তি ও লেখকের জবাব

আপত্তি	লেখকের জবাব
এই পদ্ধতিগুলো জায়েয নয়	নিষেধের পক্ষে দলিল পেশ করা আপত্তিকারীর দায়িত্ব
মাহ্উ বিক্রি আল্লাহর কালাম নিয়ে ব্যবসার দরজা খুলবে	কথা প্রত্যাখ্যাত; নইলে মুসহাফ বিক্রিও জায়েয হতো না; তবে বাড়াবাড়ি না করার উপদেশ
সিলমোহরের মাধ্যমে রুকইয়াহ নিষেধ	সিলমোহর আধুনিক পদ্ধতিতে লেখাই; নিষেধের দলিল নেই
ছাপা নিষেধ, অথচ হাতে লেখার অনুমতি	কুরআন কুরআনই, ছাপার মাধ্যমে হোক বা লেখার

সবই লেখকের নিজের বক্তব্য

সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি

মুসলিমের দৃষ্টি যেন কেবল তার দেশ কিংবা তার স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং সে যেন মাথা তুলে দিগন্তের দিকে ও সব দিকে দৃষ্টি ঘোরায়, যাতে সে দেখতে পায় ও অনুমান করতে পারে — কীভাবে সে সর্বত্র উপকার পৌঁছে দিতে পারে।

মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা অনারব, তাঁদের পক্ষে মাহ্উ ও আরবি লেখা লিখে ফেলা কঠিন। এ কারণেই আমরা মনে করেছি — আরবদের মধ্যে যাঁরা সক্ষম এবং যাঁরা লিখতে পারেন, তাঁদের জন্য মাহ্উ লেখা শেখানোতেই সহজতা রয়েছে। আর অনারবদের ক্ষেত্রে তাঁকে অমুক নম্বরের পৃষ্ঠাটি ছাপিয়ে নিয়ে তার পানি পান করার দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমি ব্রাজিল ও উত্তর আমেরিকার মুসলিমদের সঙ্গে রেকর্ডকৃত রুকইয়াহর ক্ষেত্রে এমনটাই করেছি, আর আল্লাহ তার দ্বারা প্রচুর উপকার দিয়েছেন। আল্লাহর অনুমতিতে মাহ্উর ক্ষেত্রেও তেমনই হবে।

সাধারণ মুসলিমরা আযীমতওয়ালা ও শিরকি তাবিজওয়ালাদের কাছে যাওয়া থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে এবং তারা কুরআনী মাহ্উ গ্রহণ করবে; আল্লাহর অনুমতিতে তা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাঁর ক্ষমতা ও শক্তিতে বিকল্প উপস্থিত করার মাধ্যমে জাদুকরদের বাজার মন্দা হয়ে যাবে।

ত্রুটিপূর্ণ জিনিসের আগেই বিশুদ্ধ জিনিসটি উপস্থাপন করার জন্য প্রতিযোগিতা করা অপরিহার্য; আমরা যেন এই অপেক্ষায় না থাকি যে, মানুষ ত্রুটিপূর্ণ জিনিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর আমরা সেটিকে বিশুদ্ধ জিনিস দিয়ে বদলে দেব।

মাহ্উর উপকার কাফিরদের কাছ পর্যন্তও পৌঁছায়, আর তা দাওয়াতের একটি পথও হতে পারে। কেননা কোনো রোগী মাহ্উ দ্বারা আরোগ্য লাভ করে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে — ঠিক রুকইয়াহর মতোই।

মাহ্উর উপকার কুরআনী ই'জাযেরই অংশ, যদিও তার রূপ ভিন্ন। কেননা একটি কাগজ পানিতে রাখা হয় আর তা অবস্থা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বদলে দেয়।

মাহ্উর ছাপা থেকে উপকৃত হওয়া এক বোনের ঘটনা

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বান্ধবী অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান তার ব্যাপারে অক্ষম হয়ে যায়। আমি যখন তাকে উৎসাহ দিলাম এবং প্রিন্টার দিয়ে লেখার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলাম, তখন সে তা করল, ঐ পানি থেকে পান করল ও গোসল করল; আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। হে আল্লাহ, আপনার সত্তার মহিমা ও আপনার কর্তৃত্বের শ্রেষ্ঠত্বের যেমন উপযুক্ত, তেমন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আপনারই — এই যে সে পড়াশোনাকে অপছন্দ করে ফেলেছিল, এমনকি নিজের কামরা থেকে বের হওয়াকেও; চিকিৎসার পেছনে সে ঘুরেছে; আর এখন সে পরীক্ষা শেষ করেছে এবং উত্তীর্ণ হয়েছে।

মাহ্উ সংক্রান্ত মাসআলাসমূহে আহলুল ইলমের ফতোয়া

উৎস: আল-লিকাউশ শাহরী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৮

সুতরাং পাঠক যদি মুমিন হন এবং যাঁর উপর পড়া হচ্ছে তিনিও যদি এই কুরআনের উপকারিতায় বিশ্বাসী হন, তবে রোগী তা দ্বারা উপকৃত হবেন। কিন্তু যদি সন্দেহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে পড়া হয়, তবে তা উপকার দেবে না। কুরআন এমনকি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রোগেরও শিফা — যেমন এই দৃষ্টান্তটিতে রয়েছে, এবং যেমন পরীক্ষিতভাবে দেখা গেছে যে, "হাযায"-এর উপর লেখা হয় — এটি এক ধরনের ক্ষত ও ফুসকুড়ি যা পায়ে, হাতে বা বাহুতে দেখা দেয় — তার উপর লেখা হয়:

﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾

> "অতঃপর তাতে আঘাত হানল অগ্নিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা পুড়ে গেল।" — সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬৬

এই আয়াতটি যদি তার উপর একবার বা দুইবার লেখা হয়, তবে আল্লাহর অনুমতিতে তা চূড়ান্তভাবে সেরে যায়। অথচ যদি তার উপর পরিচিত ওষুধগুলোর সবই প্রয়োগ করা হতো, কোনো উপকার হতো না; কিন্তু তার উপর এই আয়াতটি লিখুন, তা দূর হয়ে যাবে — আর এটি একটি পরীক্ষিত বিষয়। প্রসব-কষ্টের ক্ষেত্রে — কখনো কখনো নারীর প্রসব কঠিন হয়ে পড়ে — পানিতে পড়ুন, অথবা যাফরান দিয়ে পাত্রের দেয়ালে সেই আয়াতগুলো লিখুন যেগুলোতে রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গর্ভের ব্যাপারে যত্নবান। যেমন:

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾

"আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে, এবং জরায়ু যা কিছু ক্ষয় করে ও যা কিছু বৃদ্ধি করে। আর তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুরই একটি পরিমাণ রয়েছে।" — সূরা আর-রাদ, আয়াত ৮

এবং যেমন:

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾

"আর কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না তাঁর জ্ঞান ছাড়া।" — সূরা ফাতির, আয়াত ১১

এবং যেমন:

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾

"যখন যমীন তার প্রকম্পনে প্রকম্পিত হবে, এবং যমীন তার ভার বের করে দেবে।" — সূরা আয-যিলযাল, আয়াত ১–২

এবং এ ধরনের আরও যেসব আয়াত রয়েছে। এরপর যে নারীর প্রসব কঠিন হয়েছে তিনি তা পান করবেন এবং স্থানটির চারপাশে মালিশ করবেন; আল্লাহর অনুমতিতে গর্ভস্থ সন্তানের বের হওয়া সহজ হবে। তবে আমি যেমন বলেছি — এই মাসআলার জন্য পাঠক ও যাঁর উপর পড়া হচ্ছে উভয়ের ঈমান প্রয়োজন। মোটকথা, কুরআন সবটাই কল্যাণ।

রুকইয়াহর ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা

ফতোয়া নম্বর (১০০৭২)

ফতোয়ার বিষয়: রুকইয়াহর ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা

প্রশ্ন: কিছু ভাই রুকইয়াহর ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা অবলম্বনের বিষয়ে আমাদের উপর আপত্তি তুলেছেন — অথচ সেগুলো শরিয়তের বিরোধী নয়, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে

পেশ করো; রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে" — মুসলিম বর্ণনা করেছেন, মুখতাসার সহীহ মুসলিম নং ১৪৬২। তাঁর বাণী "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো" থেকে বোঝা যায় — অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাগুলো। আর সেগুলো ফযীলতপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সামনে পেশ করা হয়েছে: সম্মানিত পিতৃতুল্য শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায, শাইখ ইবনে উসাইমীন, শাইখ আবদুল মুহসিন আল-উবাইকান এবং আহলুল ইলমের অন্যান্যগণ, সেই সঙ্গে আপনার ফযীলতের সামনেও। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁরা সেগুলো স্বীকৃতি দিয়েছেন, বরং সমর্থনও করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে:

১। বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর তার সঙ্গে লেগে থাকা শয়তানের উপর চাপ সৃষ্টির নিয়্যতে পড়া, তারপর আক্রান্ত ব্যক্তিকে বলা হয়: "আপনি কাকে সন্দেহ করেন?" তখন আল্লাহর অনুমতিতে বদনজরদাতার কথা তার মনে উদিত হয় — এটি এই সহীহ হাদীস থেকে গৃহীত: "তোমরা কাকে সন্দেহ করো?" এরপর তার কাছ থেকে একটি উপায় গ্রহণ করা হয় — থুতু বা ঘাম — তারপর তা দিয়ে গোসল করা হয় ও পান করা হয়; ফলে আল্লাহর অনুমতিতে বদনজরদাতার শয়তান তাকে ছেড়ে যায়। আর এ ব্যাপারে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মারফূ হাদীস দ্বারা সমর্থন নেওয়া হয়: "বদনজর সত্য; শয়তান তাতে উপস্থিত হয় এবং আদম-সন্তানের হিংসাও।" — ফাতহুল বারী (১০/২১০)। পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা এই পদ্ধতির উপযোগিতা প্রমাণ করেছে; বরং আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি প্রায় দেখতেই পাবেন না যে তার অবস্থা আবার আগের মতো হয়ে গেছে। এ বিষয়টি আপনার অজানা নয়।

২। সমস্ত মানসিক ও শারীরিক রোগ থেকে শিফার নিয়্যতে কুরআন পড়া — আল্লাহ তাআলার এই বাণী থেকে গৃহীত:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾

> "আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা শিফা।" — সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮২

সুতরাং "শিফা" শব্দটি ব্যাপক, কোনো কিছু একে সীমাবদ্ধ করে না। আর জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন নবী ﷺ-কে রুকইয়াহ করেছিলেন তখন বলেছিলেন: (بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك) "আল্লাহর নামে; তিনি আপনাকে সুস্থ করুন এবং প্রতিটি রোগ থেকে আপনাকে শিফা দিন।" — দেখুন মুখতাসার সহীহ মুসলিম ১৪৪৩। সুতরাং "প্রতিটি রোগ থেকে" কথাটি সমস্ত রোগের ব্যাপারে ব্যাপক; আল-উমারী যেমন বুঝেছেন তেমন নয় — তিনি নবী ﷺ-এর এই বাণীর ভিত্তিতে বিষয়টিকে কেবল বদনজরের রুকইয়াহতে সীমাবদ্ধ করেছেন: (لا رقية إلا من عين) "বদনজর ছাড়া কোনো রুকইয়াহ নেই।"

অথচ সঠিক অর্থ হলো: বদনজর ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের চেয়ে অধিক অগ্রাধিকারযোগ্য কোনো রুকইয়াহ নেই। তাঁরা শরিয়তবিরোধী নয় এমন পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা অবলম্বনের উপর আপত্তি তুলেছেন, এই ধারণায় যে তা জাদুর দিকে নিয়ে যায়। ফলে তাঁরা পানিতে ফুঁ দেওয়া এবং সিদর দিয়ে চিকিৎসা করার উপরও আপত্তি তুলেছেন। বরং তাঁদের কেউ কেউ এই উম্মতের সালাফের উপর আপত্তি তোলায় বাড়াবাড়ি করেছেন — কারণ তাঁরা এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ও সেগুলোকে বৈধ বলেছেন; যেমন ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম এবং এ দেশের আলিমগণ — "সাদ্দুয যারাই"-এর যুক্তিতে, যেমনটি "আন-নাযীরুল উরইয়ান" গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন!!؟ এর দ্বারা তাঁরা কুরআনের নিরাময়-ক্ষমতাকে খাটো করা এবং আলিমদের মর্যাদা হ্রাস করা ছাড়া আর কিছুই চাননি। (যে উম্মতের আলিমদের মর্যাদা খাটো করা হয়, তার ধ্বংস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরো না!) আমি এই মাসআলাটির ব্যাখ্যা কামনা করছি; আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দিন, আপনার হিফাযত করুন ও আপনার পদক্ষেপ সঠিক রাখুন। আর আল্লাহ সালাত বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর।

আপনার সন্তান / আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আস-সাদহান

উত্তর: আম্মা বাদ। আপনি শাইখ ইবনে বায, ইবনে উসাইমীন ও আল-উবাইকান সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন আমি তার সঙ্গে একমত। আর আমি বলি: এই পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাগুলো আল্লাহর অনুমতিতে উপকারী ও ফলপ্রসূ। প্রতিটি রুকইয়াহর বর্ণনাসূত্রে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক নয়; বরং প্রতিটি কার্যকর রুকইয়াহ যাতে শিরক নেই, তা উপরিউক্ত হাদীসের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী জায়েয — রুকইয়াহ বদনজর ও জিনের স্পর্শ থেকে হোক কিংবা অন্যান্য রোগ থেকে হোক; এই শর্তে যে তাতে এমন কোনো কথা থাকবে না যার অর্থ জানা যায় না, থাকবে না কোনো তিলিসম, বিচ্ছিন্ন হরফ কিংবা এ জাতীয় কিছু। কাজেই আপনারা যে কাজে আছেন তা চালিয়ে যান এবং আল্লাহর বরকতে অগ্রসর হোন। আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে আছেন, তিনি আপনাদের আমল বিনষ্ট করবেন না, আর আপনারা উত্তম প্রতিদান পাবেন। আল্লাহ সালাত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর এবং শান্তি বর্ষণ করুন।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদির রহমান আল-জিবরীন

রুকইয়াহ শরইয়্যাহ – ফতোয়া নম্বর (৬৬৯০)

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ... আম্মা বাদ। যাঁরা রুকইয়াহ শরইয়্যাহ করেন তাঁদের কেউ কেউ পানি, তেল কিংবা কিছু মলম ও ক্রিমের উপর পড়েন, অথবা কিছু কাগজে যাফরান দিয়ে কিছু যিকর লেখেন, তারপর সেই কাগজগুলো পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয় এবং এরপর তা পান করা হয় বা তা দিয়ে গোসল করা হয় — আর এগুলোকে তাঁরা "আযায়িম" নাম দেন। এই আযায়িম তৈরি করা ও তা গ্রহণ করার হুকুম কী?

উত্তর: নবী ﷺ বলেছেন: "নিশ্চয়ই রুকইয়াহ, তামীমা ও তিওয়ালা শিরক।" আর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল ওয়াহহাব "কিতাবুত তাওহীদ"-এ বলেছেন: রুকইয়াহ হলো তা-ই যাকে "আযায়িম" বলা হয়; দলিল এ থেকে সেটিকে খাস করেছে যা শিরকমুক্ত — কেননা নবী ﷺ বদনজর ও বিষাক্ত দংশনের ক্ষেত্রে তার অনুমতি দিয়েছেন। — উদ্ধৃতি শেষ।

আর প্রমাণিত হয়েছে যে নবী ﷺ বলেছেন: "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো; রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ তা শিরক না হয়।" এবং তিনি বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে।" আরও প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি ﷺ তাঁর কতিপয় সাহাবীকে রুকইয়াহ করেছেন, আর ইহুদি যখন তাঁকে জাদু করেছিল তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে রুকইয়াহ করেছেন। তিনি নিজেও নিজেকে রুকইয়াহ করতেন — দুই হাতে ফুঁ দিতেন, আয়াতুল কুরসী, মুআওবিযাতাইন ও সূরা ইখলাস পড়তেন, তারপর শরীরের যতটুকু সম্ভব মালিশ করতেন; শুরু করতেন মুখমণ্ডল, বুক ও শরীরের সামনের অংশ দিয়ে।

আর সালাফ থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁরা পানি ও অনুরূপ কিছুতে পড়তেন, তারপর তা পান করতেন বা তা দিয়ে গোসল করতেন — এমন জিনিস দিয়ে যা ব্যথা কমায় বা দূর করে; কারণ আল্লাহ তাআলার কালাম শিফা, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণীতে রয়েছে:

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾

> "বলুন, এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও শিফা।" — সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৪৪

আর এভাবেই তেল, চর্বি বা খাবারে পড়া, তারপর তা পান করা, তা দিয়ে মালিশ করা বা গোসল করা — এ সবই তো এই বৈধ পাঠকে কাজে লাগানো, যা আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কালাম।

আর কাগজ ও অনুরূপ কিছুতে তা লিখে এরপর তা ধুয়ে সেই পানি পান করাতেও কোনো বাধা নেই।

তা পানি দিয়ে লেখা হোক, যাফরান দিয়ে হোক কিংবা কালি দিয়ে হোক — কেননা তা নবী ﷺ-এর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: "রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ তা শিরক না হয়" — অর্থাৎ যদি তা কুরআনের আয়াত ও নববী হাদীস দ্বারা হয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদির রহমান আল-জিবরীন

কিছু আয়াত খোদাই করা সিলমোহর

ফতোয়া নম্বর (১২৮৫২)

ফতোয়ার বিষয়: কিছু আয়াত খোদাই করা সিলমোহর

প্রশ্ন: কোনো কোনো চিকিৎসক আল-কিতাবুল আযীযের কিছু আয়াত দিয়ে সিলমোহর বানানোর আশ্রয় নেন এবং কল্পনাতীত দামে সেগুলো বিক্রি করেন — এর হুকুম কী?

উত্তর: সিলমোহরের উপর লেখা সহজ ও সাধারণ কাজ; বহু লেখকই তা করতে পারেন, আর সাধারণত সেগুলো উপযুক্ত দামেই বিক্রি হয়। তবে সাধারণত সিলমোহর ছোট হওয়ার কারণে তাতে দীর্ঘ বা অধিক আয়াত লেখার জায়গা হয় না। এরপর, তা লেখার উদ্দেশ্য যদি হয় রোগী সেটি বহন করবে এবং একে তাবিজ ও রক্ষাকবচ হিসেবে গণ্য করবে — তবে তা জায়েয নয়; কারণ তা নিষিদ্ধ তামীমার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর যদি উদ্দেশ্য হয় তা দিয়ে লেখা — এমনভাবে যে সিলমোহরের কালি লাগিয়ে তা কাগজ বা অনুরূপ কিছুর উপর বসানো হবে, যেমনটি করে থাকেন যিনি আয়াত লিখে তা মুছে দেওয়ার (মাহ্‌উ) জন্য লেখেন — তবে তাতে কোনো বাধা নেই। আর তা নিয়ে পায়খানার ঘর ও অনুরূপ স্থানে প্রবেশ করা জায়েয নয়; আর যিনি তা বানান তাঁর জন্য এর দ্বারা উপার্জন করা উচিত নয়, কেননা তা এ থেকে উপকৃত হওয়াকে হ্রাস করে দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদির রহমান আল-জিবরীন

সিলমোহর: ফতোয়া (১২৮৫২)

সিলমোহরের ব্যবহার	ফতোয়া
রোগী বহন করবে, তাবিজ ও রক্ষাকবচ গণ্য করবে	জায়েয নয়; নিষিদ্ধ তামীমার অন্তর্ভুক্ত
কালি লাগিয়ে কাগজে বসিয়ে লেখা	কোনো বাধা নেই
নিয়ে পায়খানার ঘরে প্রবেশ	জায়েয নয়
বানিয়ে উপার্জন	উচিত নয়; উপকৃত হওয়াকে হ্রাস করে

আবদুল্লাহ ইবনে আবদির রহমান আল-জিবরীনের উত্তর

এক নজরে

- ★ লেখকের মতে উসফুর সবচেয়ে উত্তম ও সহজ, সঙ্গে সামান্য দামুল গাযাল
- ★ দামুল গাযাল ভেষজ; হরিণের রক্ত ভেবে গুলিয়ে ফেলার ঘটনায় সতর্কতা
- ★ লেখার পদ্ধতি: প্রশস্ত কলম, কালির কলম, প্রাকৃতিক কলম, প্রিন্টার
- ★ A4 ল্যামিনেশনে লিখে ধুয়ে ফেলা কাগজের চেয়ে সহজ
- ★ লেখকের মতে প্রিন্টার বা সিলমোহরে লেখা হারাম করার কোনো নস নেই
- ★ ফতোয়া (৬৬৯০): আয়াত ও নববী হাদীস লিখে ধুয়ে পান করাতে বাধা নেই
- ★ সিলমোহর বহন করে তাবিজ গণ্য করা জায়েয নয়

যাচাই করুন

1. লেখক কোন ভেষজকে সবচেয়ে উত্তম ও সহজ বলেছেন?

ক. জাফরান | খ. হলুদ

গ. উসফুর, সঙ্গে সামান্য দামুল গাযাল

2. দামুল গাযাল দিয়ে লেখা জায়েয নয় বলার ঘটনায় শাইখ কী বুঝেছিলেন?

ক. এটি জাফরানের চেয়ে দামি | খ. এটি হরিণের প্রাণীজ রক্ত

3. ছেঁকে নেওয়ার পর কালি কোথায় রাখা হয়?

ক. খোলা থালায় | খ. ছোট শিশি-বোতলে

4. A4 ল্যামিনেশনে লেখা কাগজের চেয়ে সহজ কেন?

ক. ল্যামিনেটে লেখা ধোয়া যায় না | খ. কাগজে লেখাটি সহজে গলে না

5. প্রিন্টারে ছাপা সম্পর্কে লেখক কী বলেছেন?

ক. নিষিদ্ধ | খ. মুসহাফ ছাপার হুকুমই গ্রহণ করবে

গ. মাকরূহ

6. রোগী সিলমোহর বহন করে তাবিজ গণ্য করলে ফতোয়া কী?

ক. জায়েয | খ. মুস্তাহাব

গ. জায়েয নয়; নিষিদ্ধ তামীমা

উত্তর: ১-গ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-গ

জাফরান দিয়ে মাহ্উ

জাফরান-পানি দিয়ে আযীমত লিখে তা বিক্রি করা – ফতোয়া নম্বর (৪৮৪২)

ফতোয়ার বিষয়: জাফরান-পানি দিয়ে আযীমত লেখা ও তা বিক্রি করা।

প্রশ্ন: কিছু ইসলামিক রেকর্ডিং-দোকানে জাফরান-পানি দিয়ে ছাপানো একধরনের আযীমত ছড়িয়ে পড়েছে, যাতে রুকইয়াহর আয়াতগুলো কিংবা মুআওবিযাত লেখা থাকে; প্রতিটি কাগজ এক লিটার পানিতে রাখা হয়, আর সাতটি কাগজ দশ রিয়ালে বিক্রি হয়। এর হুকুম কী? আর যদি বিক্রি না করা হয়, তাহলে কি হুকুম ভিন্ন হবে?

উত্তর: ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে কিছু আসারে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআনের তাহলীলসমূহ জাফরান দিয়ে লিখে সেগুলো যমযমের পানি বা বৃষ্টির পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করা জায়েয; আর তা রোগব্যাধি, মাস (জিন-স্পর্শ), সরফ ও আতফ থেকে সুরক্ষার দুর্গ। বহু মাশায়েখ এ আমল করেছেন, এবং তাঁরা তা বিক্রি করা ও তার মূল্য গ্রহণ করা মুবাহ বলেছেন। এটি পরীক্ষা করা হয়েছে

এবং আল্লাহর অনুমতিতে এর উপকারিতা জানা গেছে। সুতরাং এই বিবরণ অনুযায়ী যদি হয়ে থাকে, তবে আমাদের অভিমত: এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু বহু লোক আছে যারা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে; কখনো তারা কুরআনের কিছুই লেখে না, আবার কখনো এমন দুআ লেখে যার কোনো ভিত্তি নেই। এ ধরনের লোকদের ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা হলো, তাদের লেখায় কোনো উপকার নেই — তারা তা বিক্রি করুক অথবা বিক্রি ছাড়া হাদিয়া দিক। আল্লাহই ভালো জানেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আল-জিবরীন

কাঠের ফলকে কুরআনের আয়াত লিখে ধুয়ে রোগীকে পান করানো

প্রশ্ন: কাঠের একটি ফলকে কুরআনের আয়াত লিখে তারপর তা পানি দিয়ে মুছে ফেলে সেই পানি রোগীকে পান করানোর মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা কি জায়েয? আর এ কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা কি জায়েয?

ফতোয়া: কিছু আলিমের অভিমত হলো, পবিত্র কোনো বস্তুর উপর কুরআন লিখে সেই লেখা ধুয়ে ফেলা এবং রোগী এমন কিছুর দ্বারা আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে তা পান করা — এতে কোনো দোষ নেই; কারণ এটি রুকইয়াহর অন্তর্ভুক্ত।

আলিমগণ তাঁদের কিতাব ও ফতোয়ায় তাঁদের সম্পর্কে এ কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ "আল-ফাতাওয়া"-তে (১) এবং তেমনি আল্লামা ইবনুল কায়্যিম "যাদুল মাআদ"-এ (২), আর তাঁদের ছাড়া আরও অনেক আহলে ইলম। তবে উত্তম হলো রুকইয়াহ হবে রোগীর উপর সরাসরি পাঠের মাধ্যমে — অর্থাৎ কুরআন পাঠ করবে এবং রোগীর উপর বা আক্রান্ত স্থানের উপর ফুঁ দেবে; এটিই সর্বাধিক উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ।

আর উল্লিখিত পদ্ধতিতে কুরআন থেকে আযীমত লেখার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার ব্যাপারে — তাতেও কোনো দোষ নেই। কারণ রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয; যেহেতু নবী ﷺ সেই সাহাবীদের কাজ অনুমোদন করেছেন যাঁরা রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন... যেমনটি সহীহ হাদীসে বিচ্ছুদষ্ট ব্যক্তির ঘটনায় এসেছে (৩)।

ফতোয়ার উৎস: আল-মুনতাকা মিন ফাতাওয়া ফাযীলাতুশ শাইখ সালিহ ইবনে ফাওযান ইবনে আবদুল্লাহ আল-ফাওযান — (খণ্ড ২, পৃ. ১৪৫) [মূল উৎসে ফতোয়ার নম্বর: ১২০]।

টীকা

1. দ্রষ্টব্য: "মাজমূউল ফাতাওয়া", শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (১৯/৬৪, ৬৫)।
2. দ্রষ্টব্য: "যাদুল মাআদ", ইবনুল কায়্যিম (৪/১৭০, ১৭১)।
3. দ্রষ্টব্য: "সহীহুল ইমাম আল-বুখারী" (২৩/৭) — ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস থেকে।

চিকিৎসার জন্য কুরআনের আয়াত লিখে তা পান করার হুকুম

প্রশ্ন: চিকিৎসার জন্য কুরআন লিখে তা পান করা কি জায়েয?

উত্তর: আমরা এতে কোনো বাধা জানি না। তবে উত্তম হলো রোগীর উপর পাঠ করা হবে, এবং সে নিজের উপর ফুঁ দেবে; কিংবা তার ভাই তার উপর পাঠ করবে, অথবা তার হাতে বা পায়ে বা ব্যথার স্থানে পাঠ করবে

— যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। কিন্তু যদি পানিতে পাঠ করে তা পান করে বা তা ছিটিয়ে দেয়, অথবা কোনো পাত্রে জাফরান দিয়ে কিংবা কাগজে আয়াত ও দুআ লিখে তা ধুয়ে পান করে — তাতে কোনো দোষ নেই; এটি সালাফের একদল করেছেন এবং ইবনুল কায়্যিম ও অন্যান্য সালাফ তা উল্লেখ করেছেন। কাজেই এতে কোনো সংকীর্ণতা নেই। তবে সর্বাধিক উত্তম, অগ্রগণ্য ও উপকারী হলো সেটিই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেছেন — তিনি রোগীর উপর পাঠ করতেন ও ফুঁ দিতেন

রোগীর উপর; আর তিনি নিজের উপরও পাঠ করতেন এবং যখন নিজের মধ্যে কিছু অনুভব করতেন তখন নিজের উপর ফুঁ দিতেন, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আর যখন ঘুমাতে চাইতেন তখন দুই হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরের সামনের যতটুকু অংশে পৌঁছানো যায় সেখানে হাত বুলিয়ে দিতেন। আর যখন তিনি তাঁর শেষ অসুখে আক্রান্ত হলেন, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, তখন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেটিই করতে লাগলেন — তিনি নবীজির দুই হাত ধরতেন, পাঠ করতেন এবং সেই দুই হাত দিয়ে তাঁর শরীরের সামনের অংশে বুলিয়ে দিতেন, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম; সুস্থ অবস্থায় তিনি যা করতেন তারই অনুসরণে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের জন্য পানিতে পাঠ করেছিলেন, তারপর তা তাঁর উপর ঢেলে দিয়েছিলেন, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

আবদুল আযীয ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ)

ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব

(লিখিত) — শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহু তাআলার ফতোয়া:

প্রশ্ন: আল্লাহ আপনাদের বরকত দিন; তিনি তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নে বলেন — আমি "মিহায়াহ" সম্পর্কে জানতে চাই, যা ফলকের উপর কুরআন থেকে লেখা হয় এবং শিফার উদ্দেশ্যে পান করা হয়; এ প্রশ্নে আমাকে জানান, আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর — শাইখ: সালাফের কেউ কেউ পাত্র বা অনুরূপ কিছুর মধ্যে জাফরান দিয়ে লিখতেন, তারপর পানি দিয়ে তা নাড়িয়ে গুলিয়ে নিতেন এবং রোগী তা পান করত, আর ইনশাআল্লাহ তার দ্বারা শিফা লাভ হতো। এটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার এই বাণীর ব্যাপকতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

> — সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮২ "আর আমি কুরআনে এমন বস্তু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।"

কারণ তাঁর বাণী (مَا هُوَ شِفَاءٌ) — "যা আরোগ্য" — অন্তরের ও শরীরের উভয় প্রকার আরোগ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে; অর্থাৎ এটি ব্যাপক

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরোগ্যের ক্ষেত্রে — যেমন সন্দেহ, শিরক, মুমিনদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ এবং এ জাতীয় বিষয়; তেমনি শারীরিক রোগসমূহ থেকেও — যেমন মাথাব্যথা, ব্যথা-বেদনা এবং এ জাতীয় বিষয়। কাজেই কুরআন সম্পূর্ণটাই কল্যাণ, সম্পূর্ণটাই শিফা; সুতরাং মানুষ যদি যেকোনো একটি পন্থায় তার দ্বারা আরোগ্য চায় ও উপকৃত হয়, তবে এটিই উদ্দিষ্ট বিষয়।

প্রশ্ন: হে শাইখ! কাগজে কুরআন লিখে সেগুলো পানিতে ভিজিয়ে তারপর সেই পানি পান করার হুকুম কী?

উত্তর: এটি সালাফের কেউ কেউ করেছেন। রোগীর জন্য লেখা হয় — হয় কাগজে, তারপর তা ভিজিয়ে পান করা হয়; অথবা কোনো থালা বা পাত্রে জাফরান দিয়ে লেখা হয়, তারপর সেই পাত্রে পানি নাড়িয়ে দেওয়া হয়, এরপর রোগী তা পান করে, আর আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার অনুমতিতে উপকৃত হয়।

লিকাআতুল বাবিল মাফতূহ

ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব (লিখিত) – শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহু

তাআলার ফতোয়া:

প্রশ্ন: আহমাদ ন. ন., রিয়াদ থেকে — কিছু লোক একটি কাজ করে থাকে; তা হলো, তারা কালির কলম বা তরল কলম দিয়ে কিছু কুরআনী আয়াত, কিংবা কিছু হাদীস বা দুআ একটি কাগজে লেখে, তারপর সেটি একটি পাত্রের ভেতরে গ্লাসের মধ্যে রাখে এবং এই পানি যেকোনো অসুস্থ বা ক্লান্ত ব্যক্তিকে পান করার জন্য দেয়। অনুগ্রহ করে এই কাজটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন — এটি জায়েয কি না? আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন, হে সম্মানিত শাইখ।

উত্তর — শাইখ: প্রথমত আমাদের জানা দরকার যে, এই কালি দিয়ে বা শুকনো কলম দিয়ে কাগজে ওই লেখা, তারপর তা পাত্রে রেখে রোগীর পান করা — এতে রোগীর জন্য ক্ষতি থাকতে পারে; কারণ এই কালি ও এই শুকনো উপাদানের সংমিশ্রণে এমন বিষাক্ত জিনিস থাকতে পারে যা শরীরের ক্ষতি করে। কিন্তু আলিমগণ রহিমাহুমুল্লাহ বলেছেন, জাফরান দিয়ে লেখা হবে — হয় কাগজের উপর, তারপর তা পানিতে ফেলা হবে যতক্ষণ না পানিতে জাফরানের চিহ্ন ফুটে ওঠে; আর অথবা কোনো পাত্রে —

পরিষ্কার পাত্রে — তাতে কুরআনের আয়াত লেখা হবে, তারপর তাতে পানি ঢেলে মিশিয়ে দেওয়া হবে, এরপর রোগী তা পান করবে। এটিই সেই পদ্ধতি যা সালাফে সালিহীন করতেন, এবং তা ব্যবহারে কোনো দোষ নেই; কিছু লোক তা পরীক্ষা করেছে এবং উপকৃত হয়েছে।

আর কলম ও কালির ব্যাপারে — এই মাসআলায় মানুষের কখনোই তা ব্যবহার করা উচিত নয়; কারণ আমরা জানি না এই কালির উপাদান কী, তা শুকনো হোক বা তরল।

উসাইমীনের দুই উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
ফলকে লেখা মিহায়াহ পান করা	সালাফের কেউ কেউ জাফরানে লিখে পানিতে গুলিয়ে পান করাতেন
কাগজ ভিজিয়ে সেই পানি পান	কাগজে বা পাত্রে জাফরানে লিখে পানি নাড়িয়ে; আল্লাহর অনুমতিতে উপকৃত
কালির কলমে কাগজে লিখে গ্লাসের পানি পান	রোগীর ক্ষতি হতে পারে; বিষাক্ত জিনিস থাকতে পারে
আলিমদের বলা পদ্ধতি	জাফরানে কাগজে বা পরিষ্কার পাত্রে লিখে; ব্যবহারে দোষ নেই
কলম ও কালি	কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়; উপাদান আমরা জানি না

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-উসাইমীন

কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম লিখে পানিতে মুছে পান করার শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন: কুরআনের আয়াত অথবা আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ থেকে কোনো নাম লিখে তা পানিতে মুছে ফেলে রোগ থেকে আরোগ্য বা কোনো কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে তা পান করার শরয়ী হুকুম কী?

ফতোয়ার মূল পাঠ: আলহামদুলিল্লাহ। যে ব্যক্তি কুরআন দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করে, তার উচিত রোগীর উপর সরাসরি পাঠ করা — অর্থাৎ পাঠের মাধ্যমে তাকে রুকইয়াহ করা, কুরআন পাঠ করা এবং রোগীর উপর সরাসরি ফুঁ দেওয়া; এটিই অধিক উপকারী, অধিক উত্তম ও অধিক পূর্ণাঙ্গ। আর এটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন [দ্রষ্টব্য: "সহীহুল ইমাম আল-বুখারী" (৭/২৪, ২৫), আবু

কাতাদা, আয়িশা ও আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমের হাদীস থেকে]। সালাফও তা করতেন।

আর পানিতে পাঠ করে তা রোগীকে পান করানোও জায়েয; এ ব্যাপারে কিছু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং তা জায়েয।

তবে পবিত্র কোনো বস্তুর উপর — যেমন থালা বা কাগজে — পবিত্র কোনো উপাদান দিয়ে কুরআন লিখে সেই লেখা ধুয়ে রোগীকে পান করানো — এ ব্যাপারে সালাফের কেউ কেউ অনুমতি দিয়েছেন, যেমন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [দ্রষ্টব্য: "আল-মাসাইল ওয়ার-রাসাইল আল-মারবিয়্যাহ আনিল ইমাম আহমাদ" (২/১১২, ১১৪)]। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ "মাজমূআতুল ফাতাওয়া"-তে তা উল্লেখ করেছেন [দ্রষ্টব্য: "মাজমূউল ফাতাওয়া", শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (১৯/৬৪, ৬৫)]। আল্লামা ইবনুল কায়্যিমও "যাদুল মাআদ"-এ তা উল্লেখ করেছেন [দ্রষ্টব্য: "যাদুল মাআদ", ইবনুল কায়্যিম (৪/১৭০, ১৭১); আরও দ্রষ্টব্য: "শারহুস সুন্নাহ", ইমাম আল-বাগাবী (১২/১১৬)]। আর এটি সালাফের কারও কারও থেকে পরিচিত একটি বিষয়; তবে তা ছেড়ে দেওয়াই উত্তম, যাতে কেবল বর্ণিত পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ থাকা যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

শাইখ সালিহ আল-ফাওযান

প্রশ্নের মূল পাঠ:

আমি রোগীদের জন্য "মাহ্উ" লিখে থাকি; তাহলে আমার জন্য কি তাদেরকে কুরআনুল কারীম থেকে আয়াত লিখে দেওয়া জায়েয, যাতে রোগী তা পান করে — নাকি নয়?

ফতোয়ার মূল পাঠ: আলহামদুলিল্লাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রোগীর উপর যে রুকইয়াহ বর্ণিত হয়েছে তা হলো — তার উপর সরাসরি পাঠ করা এবং তার শরীরে ফুঁ দেওয়া; এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত রুকইয়াহ [দ্রষ্টব্য: "সহীহুল ইমাম আল-বুখারী" (৭/২২, ২৪, ২৫), আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস থেকে]। তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুআর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন সেটির মাধ্যমে তাকে আশ্রয়ে সোপর্দ করবে; তা হলো এই বলা:

أَعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا

> "আমি তোমাকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয়ে সোপর্দ করছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে; আল্লাহর নামে আমি তোমাকে রুকইয়াহ করছি, প্রতিটি রোগ থেকে যা তোমাকে কষ্ট দেয়, এবং প্রতিটি প্রাণ ও হিংসুকের চোখের অনিষ্ট থেকে; আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দিন। হে আমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানে আছেন, পবিত্র তোমার নাম; আসমান ও যমীনে তোমার হুকুম চলে; আসমানে যেমন তোমার রহমত, তেমনি যমীনেও তোমার রহমত দান করো; আমাদেরকে ক্ষমা করো

جُرُمَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ

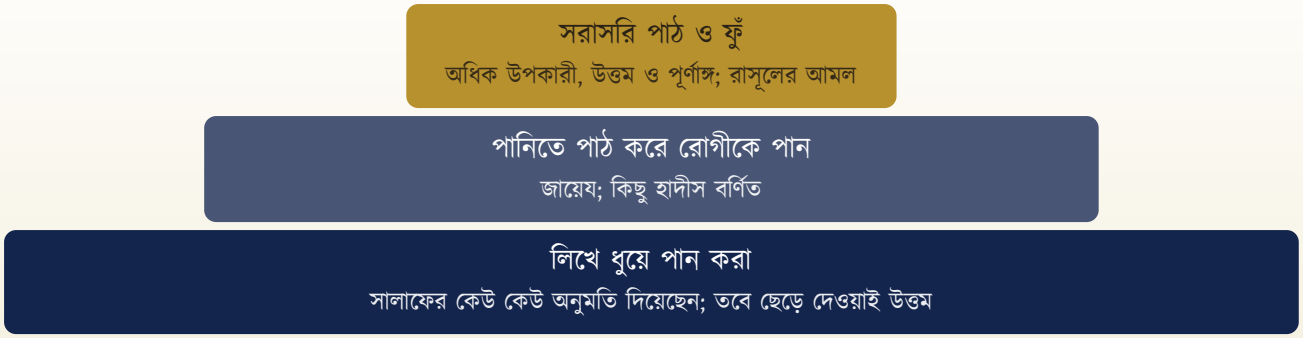
> আমাদের অপরাধ ও গুনাহসমূহ; তুমি পবিত্রগণের রব; তোমার রহমত থেকে রহমত এবং তোমার শিফা থেকে শিফা নাযিল করো।"

[দ্রষ্টব্য, উদাহরণস্বরূপ: "সহীহুল ইমাম আল-বুখারী" (৭/২৪–২৬), এবং "সহীহুল ইমাম মুসলিম" (৪/১৭১৮, ১৭১৯, ১৭২৪, ১৭২৮), এবং এ দুটি ছাড়া সুনানের অন্যান্য কিতাব]। আর এ জাতীয় অন্যান্য শরয়ী বর্ণিত দুআ, যেগুলোর মাধ্যমে রোগীকে রুকইয়াহ করা হয়।

আর কাগজে, থালায় বা পাত্রে কুরআনুল কারীম লিখে তারপর তা ধুয়ে রোগীর সেই মুছে-নেওয়া পানি পান করার ব্যাপারে — এটি কিছু আহলে ইলম অনুমোদন করেছেন এবং তাঁরা একে রুকইয়াহর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন। তবে উত্তম

হলো তা-ই যা আমরা উল্লেখ করেছি — অর্থাৎ রোগীকে সরাসরি রুকইয়াহ করা; হয় তার উপর পাঠ করবে, নয়তো পানিতে পাঠ করবে ও রোগী তা পান করবে — যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। দলিলে যা বর্ণিত হয়েছে কেবল তাতেই সীমাবদ্ধ থাকার দিক থেকে এটিই উত্তম। আল্লাহই ভালো জানেন।

ফাওযান: উত্তম থেকে অনুমোদিত



শাইখ সালিহ আল-ফাওযানের ফতোয়ার সারকথা; প্রথম ফতোয়ায় লিখে পান করা ছেড়ে দেওয়াই উত্তম বলেছেন

শাইখ সালিহ আল-ফাওযান

শাইখ আবদুর রহমান ইবনে নাসির আল-বাররাক

থালায় বা কাগজে জাফরান দিয়ে আয়াত লিখে তারপর তা ধুয়ে পান করা

প্রশ্ন: জাফরান-পানি দিয়ে একটি থালার উপর কুরআনুল কারীমের আয়াত লিখে তারপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করার হুকুম কী? আর জাফরান-পানি দিয়ে কাগজে আয়াত লিখে তারপর তা পানিতে রেখে সেই পানি পান করার হুকুম কী?

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ। আপনি যা উল্লেখ করেছেন — থালায় বা কাগজে পবিত্র ও ক্ষতিকর নয় এমন উপাদান দিয়ে, যেমন জাফরান বা গোলাপজল দিয়ে, কুরআনের আয়াত লেখা, তারপর সেই পানি পান করা অথবা ব্যথার স্থানে তা লাগানো — এতে কোনো সংকীর্ণতা নেই; কারণ সালাফের একটি দল থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ "যাদুল মাআদ"-এ (৪/১৭০) বদনজরের রুকইয়াহ প্রসঙ্গে বলেছেন:

وَرَأَى جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ أَنْ تُكْتَبَ لَهُ الْآيَاتُ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَشْرَبَهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ وَيَغْسِلَهُ وَيَسْقِيَهُ الْمَرِيضَ، وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ لِامْرَأَةٍ تَعَسَّرَ عَلَيْهَا وِلَادُهَا أَثَرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُغْسَلُ وَتُسْقَى. وَقَالَ

"সালাফের একদলের অভিমত ছিল যে, তার জন্য কুরআনের আয়াতসমূহ লেখা হবে, তারপর সে তা পান করবে। মুজাহিদ বলেছেন: কুরআন লিখে তা ধুয়ে রোগীকে পান করানোতে কোনো দোষ নেই। আবু কিলাবা

থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। আর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে উল্লেখ করা হয় যে, যে নারীর প্রসব কষ্টকর হচ্ছিল তার জন্য তিনি কুরআনের একটি অংশ লিখে তা ধুয়ে পান করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর বলেছেন

أَيُّوبُ: رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ كَتَبَ كِتَابًا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ وَسَقَاهُ رَجُلًا كَانَ بِهِ وَجَعٌ

আইয়ুব: আমি আবু কিলাবাকে দেখেছি, তিনি কুরআন থেকে একটি লেখা লিখে তা পানি দিয়ে ধুয়ে এমন এক ব্যক্তিকে পান করিয়েছেন যার ব্যথা ছিল।" — উদ্ধৃতি শেষ।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-শাইখ রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: রোগীর জন্য কোনো পাত্রে কিছু কুরআনী আয়াত লিখে তা ধুয়ে তারপর সে তা পান করা কি জায়েয?

তিনি উত্তর দিলেন: "এটি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা দেখা যায় না। ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, সালাফের একটি দলের অভিমত ছিল রোগীর জন্য কুরআনের আয়াতসমূহ লেখা হবে, তারপর সে তা পান করবে।" — উদ্ধৃতি শেষ; "ফাতাওয়াশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম" (১/৯৪) থেকে।

আর "ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা"-তে (১/৯৭) এসেছে: "রোগীর উপর সরাসরি কুরআন বা সুন্নাহ পাঠ করে তার উপর ফুঁ দেওয়া — এটি পবিত্র সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের জন্য ও তাঁর কিছু সাহাবীর জন্য করা রুকইয়াহ থেকে। আর গোলাপজল ও জাফরান ইত্যাদি দিয়ে আয়াত লিখে তারপর তা পানিতে ডুবিয়ে পান করা, কিংবা মধু, দুধ ইত্যাদির উপর পাঠ করা, এবং কস্তুরী ও এমন গোলাপজল দিয়ে শরীরে মালিশ করা যার উপর কুরআনী আয়াত

পাঠ করা হয়েছে — এতে কোনো দোষ নেই, এবং সালাফে সালিহীনের আমল এর উপরই ছিল।" — উদ্ধৃতি শেষ।

শাইখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "আর পরিষ্কার থালায় বা পরিষ্কার কাগজে জাফরান দিয়ে আয়াত ও শরয়ী দুআ লিখে তারপর তা ধুয়ে রোগীর তা পান করার ব্যাপারে — এতে কোনো সংকীর্ণতা নেই; উম্মাহর বহু সালাফ তা করেছেন, যেমনটি আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ যাদুল মাআদ ও অন্যত্র স্পষ্ট করেছেন — যদি এ কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি কল্যাণ ও ইস্তিকামাতের জন্য পরিচিত হয়।" — উদ্ধৃতি শেষ; "ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ" (১/৩০) থেকে।

আল-বাররাকের উদ্ধৃত অবস্থান

উদ্ধৃত আলিম বা সংস্থা	উদ্ধৃত অবস্থান
আল-বাররাক	পবিত্র ও ক্ষতিহীন উপাদানে (জাফরান, গোলাপজল) আয়াত লিখে পান বা ব্যথার স্থানে লাগানো: কোনো সংকীর্ণতা নেই
ইবনুল কায়্যিম	সালাফের একটি দল আয়াত লিখে পান করার অভিমত দিয়েছেন
মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম	জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা দেখা যায় না
আল-লাজনাতুদ দায়িমা	আয়াত লিখে পানিতে ডুবিয়ে পান: কোনো দোষ নেই
ইবনে বায	জাফরানে লিখে ধুয়ে পান: সংকীর্ণতা নেই, যদি কর্তা কল্যাণ ও ইস্তিকামাতে পরিচিত হন

ফতোয়া নম্বর: ৪৯৪৮৪ — ফতোয়ার তারিখ: ১৪ রবিউস সানী ১৪২৫

প্রশ্ন: হে সম্মানিত শাইখ, আমার জন্য কি জায়েয যে, আমি একটি পরিষ্কার কাপড়ের টুকরায় কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত লিখে তা পানিতে রাখব ও পান করা হবে — কারণ কিছু আয়াতে শিফা রয়েছে? আর যদি জায়েয হয়, তবে কি তরল কলম দিয়ে লেখা হবে নাকি জাফরান দিয়ে, এবং এর পদ্ধতি কী? ধন্যবাদ।

ফতোয়া

আলহামদুলিল্লাহ; আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

কতিপয় আহলে ইলম উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের জন্য কুরআনের কিছু আয়াত লিখে রোগীকে তা পান করানো বৈধ। আমরা ইতিপূর্বে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি; সে ব্যাপারে ফতোয়া নম্বর ৪৫২৪ দেখুন। আর জাফরান দিয়ে আয়াতগুলো লেখাতেও কোনো বাধা নেই; কারণ কতিপয় আহলে ইলম থেকে এ কাজ করা বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল কায়্যিম "যাদুল মাআদ"-এ বলেছেন: আল-খাল্লাল বলেছেন: আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আবু বকর আল-মারওয়াযী যে, আবু আবদুল্লাহর (ইমাম আহমাদের) কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আবু আবদুল্লাহ, এমন এক নারীর জন্য কি আপনি লিখে দেবেন, দুদিন যাবৎ যার প্রসব কষ্টকর হয়ে আছে? তিনি বললেন: তাকে বলো, একটি চওড়া পাত্র ও জাফরান নিয়ে আসুক। আর আমি তাঁকে একাধিক ব্যক্তির জন্য লিখে দিতে দেখেছি ... (৪/৩২৬)। আর অতিরিক্ত উপকারের জন্য রুকইয়াহ শরইয়্যাহর সংজ্ঞা দেখুন ফতোয়া নম্বর ৪৩১০-এ।

আল্লাহই ভালো জানেন।

মুফতী: মারকাযুল ফাতওয়া, ড. আবদুল্লাহ আল-ফাকীহর তত্ত্বাবধানে।

ফতোয়া নম্বর ৭৮৫২ – রুকইয়াহ লেখা ও তার পানি পান করা জায়েয হওয়ার জন্য আবশ্যক শর্তাবলি

ফতোয়ার তারিখ: ০৬ সফর ১৪২২

প্রশ্ন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। অতঃপর: আমার প্রশ্ন হলো, আয়াতুল কুরসী কিংবা কুরআনের কোনো সূরা কাগজের উপর লিখে তারপর তা পানিতে রেখে সেই পানি পান করা কতটুকু শুদ্ধ।

1. এ কাজটি কি মাশরূ (শরীয়ত-স্বীকৃত)?
2. আর যদি মাশরূ হয়, তবে কি নির্দিষ্ট কোনো সূরা বা আয়াত রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে দলিল বর্ণিত হয়েছে?
3. আর কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে — যেমন দুআসমূহ দিয়ে — কি তা করা যেতে পারে? আর সুন্নাহয় বর্ণিত এমন কোনো নির্দিষ্ট দুআ কি রয়েছে, যা এ পদ্ধতিতে পানিতে গুলে নেওয়া হয়?

আমি অনুরোধ করছি, মাসআলাটি স্পষ্ট করে তাতে বিস্তারিত আলোচনা করুন — যাতে সুন্নাহ ও বিদআতের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

এ ধরনের বিষয়ে যদি এমন কোনো রেফারেন্স থাকে, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব, তবে অনুগ্রহ করে আমাকে সেটির সন্ধান দিন।

ফতোয়া

আলহামদুলিল্লাহ; আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

কাগজে, ফলকে, থালায় বা পাত্রে কুরআনের আয়াত লিখে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা এবং রোগীর সেই ধোয়া-পানি শিফা লাভের উদ্দেশ্যে পান করা — এটি এমন একটি বিষয়, যার বৈধতার ব্যাপারে আহলে ইলম মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ একে বিদআত মনে করেছেন। ইবনুল আরাবী "আরিদাতুল আহওয়াযী"-তে বলেছেন: এটি শয়তানের পক্ষ থেকে একটি বিদআত। — উদ্ধৃতি শেষ।

কিন্তু সালাফের কেউ কেউ একে জায়েয বলেছেন, আর এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস থেকে একটি মাওকূফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল কায়্যিম "যাদুল মাআদ"-এ বলেছেন: সালাফের একটি দলের অভিমত ছিল যে, কুরআনের আয়াতসমূহ লেখা হবে, তারপর সে তা পান করবে। আর তিনি এটি মুজাহিদ ও আবু কিলাবা থেকে উল্লেখ করেছেন। — উদ্ধৃতি শেষ।

আর নববী "আল-মাজমূ শারহুল মুহায্যাব"-এ দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন: যদি কেউ কোনো পাত্রে কুরআন লিখে তারপর তা ধুয়ে রোগীকে পান করায় — এ ব্যাপারে হাসান বসরী, মুজাহিদ, আবু কিলাবা ও আওযাঈ বলেছেন: এতে কোনো দোষ নেই; আর নাখাঈ একে মাকরূহ বলেছেন।

তিনি বলেছেন: আর আমাদের মাযহাবের দাবি হলো, এতে কোনো দোষ নেই; কেননা কাযী হুসাইন, বাগাবী ও তাঁদের ছাড়া অন্যরা বলেছেন: যদি কেউ মিষ্টান্ন বা খাবারের উপর কুরআন লেখে, তবে তা খাওয়াতে কোনো দোষ নেই। — উদ্ধৃতি শেষ।

আর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ "মাজমূউল ফাতাওয়া"-তে (খণ্ড ১৯০/পৃ. ৬৪) বলেছেন: আক্রান্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য রোগীর জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর যিকর থেকে কিছু অংশ মুবাহ কালি দিয়ে লিখে দেওয়া, তারপর তা ধুয়ে পান করানো জায়েয — যেমনটি আহমাদ ও তাঁর ছাড়া অন্যরা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেছেন: আমি আমার পিতার সামনে পাঠ করেছি — আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ... ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি বলেছেন: কোনো নারীর প্রসব কষ্টকর হলে যেন লেখা হয়: "বিসমিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" —

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٤٦]

"যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন মনে হবে তারা যেন (দুনিয়ায়) এক সন্ধ্যা কিংবা এক সকাল ছাড়া অবস্থান করেনি।" [সূরা আন-নাযিআত: ৪৬]

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥]

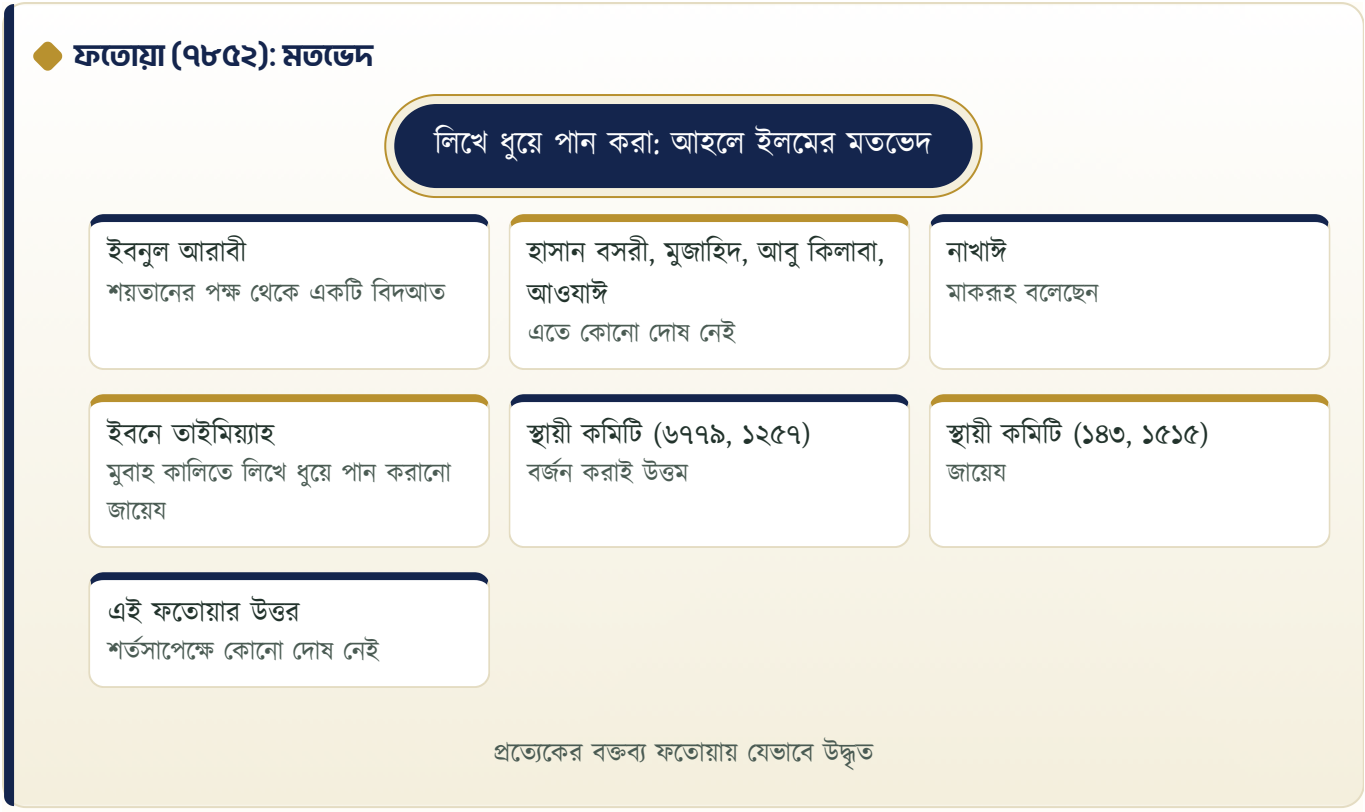
"যেদিন তারা প্রতিশ্রুত বিষয় দেখবে, সেদিন মনে হবে তারা যেন দিনের এক মুহূর্ত ছাড়া অবস্থান করেনি। এটি এক ঘোষণা; সুতরাং ফাসিক সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে কি ধ্বংস করা হবে?" [সূরা আল-আহকাফ: ৩৫]

আমার পিতা বলেছেন: আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আসওয়াদ ইবনে আমির তাঁর সনদে, একই অর্থে; আর তিনি বলেছেন: পরিষ্কার একটি পাত্রে লেখা হবে, তারপর তা পান করানো হবে।

আমার পিতা বলেছেন: ওয়াকী এতে অতিরিক্ত বলেছেন: তাকে পান করানো হবে এবং তার নাভির নিচের অংশে ছিটানো হবে।

আবদুল্লাহ বলেছেন: আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি নারীর জন্য কোনো থালায় বা পরিষ্কার কোনো কিছুতে লিখে দিতেন। — উদ্ধৃতি শেষ।

সৌদি আরবের আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল-ইফতা (স্থায়ী ফতোয়া কমিটি) একাধিক ফতোয়ায় এ মাসআলাটি আলোচনা করেছেন। তাঁরা ফতোয়া নম্বর ৬৭৭৯ এবং নম্বর ১২৫৭-এ অভিমত দিয়েছেন যে, তা বর্জন করাই উত্তম; আর ফতোয়া নম্বর ১৪৩ এবং নম্বর ১৫১৫-এ তা জায়েয বলেছেন। এর ভিত্তিতে আমরা এ কাজ করাতে কোনো দোষ দেখি না — তবে শর্ত হলো, কুরআন লিখতে হবে পবিত্র কালি দিয়ে এবং পবিত্র কোনো বস্তুর উপর; আর কিছু মূর্খ লোক যে কাজে লিপ্ত হয় — অর্থাৎ রক্ত দিয়ে কুরআন লেখা — তা থেকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ রক্ত নাপাক; আর আল্লাহর কিতাব ও তাঁর আয়াতগুলোকে এ ধরনের কিছুর সম্মুখীন করা জায়েয নয়।



ইবনে মুফলিহ আল-হাম্বলী "আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ"-তে বলেছেন: শাইখ তাকিউদ্দীন — অর্থাৎ ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ — নাক দিয়ে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত ব্যক্তির কপালে লিখতেন:

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾

"আর বলা হলো: হে যমীন, তুমি তোমার পানি গিলে ফেলো; আর হে আকাশ, তুমি বিরত হও। আর পানি শুকিয়ে গেল এবং কাজ সম্পন্ন হলো।"

তিনি বলেছেন: আর মূর্খ লোকেরা যেমন করে, তেমন রক্ত দিয়ে তা লেখা জায়েয নয়; কেননা রক্ত নাপাক, সুতরাং তা দিয়ে আল্লাহর কালাম লেখা জায়েয নয়। — উদ্ধৃতি শেষ।

আর তেমনিভাবে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে তার জন্য উত্তম হলো সে তা পান করবে, তা দিয়ে গোসল করবে না। কেননা ইমাম আহমাদ থেকে তা দিয়ে গোসল করা মাকরূহ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে মুফলিহ আল-হাম্বলী "আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ"-তে বলেছেন: আল-খাল্লাল বলেছেন: তিনি তা দিয়ে গোসল করা কেবল এ কারণেই মাকরূহ বলেছেন যে, সাধারণত গোসলের পানি নর্দমা ও পায়খানায় গিয়ে পড়ে; সুতরাং কুরআনের পানিকে তা থেকে পবিত্র রাখা আবশ্যক। আর তা পান করা মাকরূহ নয়, কারণ তাতে শিফা-অন্বেষণ রয়েছে। — উদ্ধৃতি শেষ।

আর তেমনিভাবে শর্ত হলো, যা লেখা হবে তা হতে হবে কুরআনের আয়াত, কিংবা আল্লাহর যিকর, অথবা বোধগম্য শব্দে তাঁর কাছে দুআ।

আর তিলিসম, যার অর্থ বোঝা যায় না এমন জিনিস এবং শিরকী তাবীজ-মন্ত্র ধারণ করে এমন জিনিস —

সেগুলো লেখা জায়েয নয়।

কারণ মুসলিম ও আবু দাউদ আওফ ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে রুকইয়াহ করতাম। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন:

"اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ"

> "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো। রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে।"

শাওকানী "নাইলুল আওতার"-এ বলেছেন: এতে দলিল রয়েছে যে, যাতে কোনো ক্ষতি নেই এবং শরীয়তের দিক থেকে যাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই — এমন জিনিস দিয়ে রুকইয়াহ ও চিকিৎসা করা জায়েয; যদিও তা আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর কালাম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয় — তবে শর্ত হলো তা বোধগম্য হতে হবে; কেননা যা বোঝা যায় না, তাতে শিরকের কিছু থাকার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকা যায় না। — উদ্ধৃতি শেষ।

ফতোয়া (৭৮৫২): লেখার শর্ত

করুন	করবেন না
✓ পবিত্র কালিতে, পবিত্র বস্তুর উপর লেখা	✗ রক্ত দিয়ে কুরআন লেখা, কারণ রক্ত নাপাক
✓ কুরআনের আয়াত, আল্লাহর যিকর বা বোধগম্য শব্দে দুআ	✗ তিলিসম বা অর্থ বোঝা যায় না এমন জিনিস
	✗ শিরকী তাবীজ-মন্ত্র ধারণ করে এমন জিনিস

আর কোন্ সূরা, কোন্ আয়াত বা কোন্ যিকর লেখা হবে — তা নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে কোনো সহীহ দলিল আসেনি; কেবল ইবনে আব্বাস থেকে পূর্বে উল্লিখিত বর্ণনাটি ছাড়া — যেটি ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওম ওয়াল-লাইলা"-তে বর্ণনা করেছেন, আর তাতেও কথা আছে (অর্থাৎ সনদে দুর্বলতা রয়েছে)। অধিক জানার জন্য এ ফতোয়ায় যেসব রেফারেন্সের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেগুলোর দিকে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

মুফতী: মারকাযুল ফাতওয়া, ড. আবদুল্লাহ আল-ফাকীহর তত্ত্বাবধানে।

আপত্তিকারীদের দলিলসমূহের পর্যালোচনা

তাঁরা বলেছেন: প্রিন্টার বা সিলমোহর কীভাবে শিফা-অন্বেষণে ব্যবহার করা যাবে, অথচ তা তো হাতে লেখা হয়নি?

আমরা বলি: তেমনিভাবে মুদ্রিত মুসহাফগুলোও তো হাতে লেখা হয়নি; আর যিনি সেগুলো ছাপানো জায়েয বলেছেন, তিনি মুবাহ কালি দিয়ে মুদ্রিত ও সিলমোহরকৃত জিনিস ব্যবহার করাও জায়েয বলবেন। আর কুরআন ছাপানোর ঘটনা হলো — আলিমগণের একটি অবস্থান ছিল কুরআনুল কারীম ছাপানো প্রত্যাখ্যান করার; সম্ভবত ছাপাখানার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠার পর এবং তা যা কিছু ধারণ করে তা বোঝার পর তাঁরা কুরআন ছাপানোকে হারাম বলে চালিয়ে

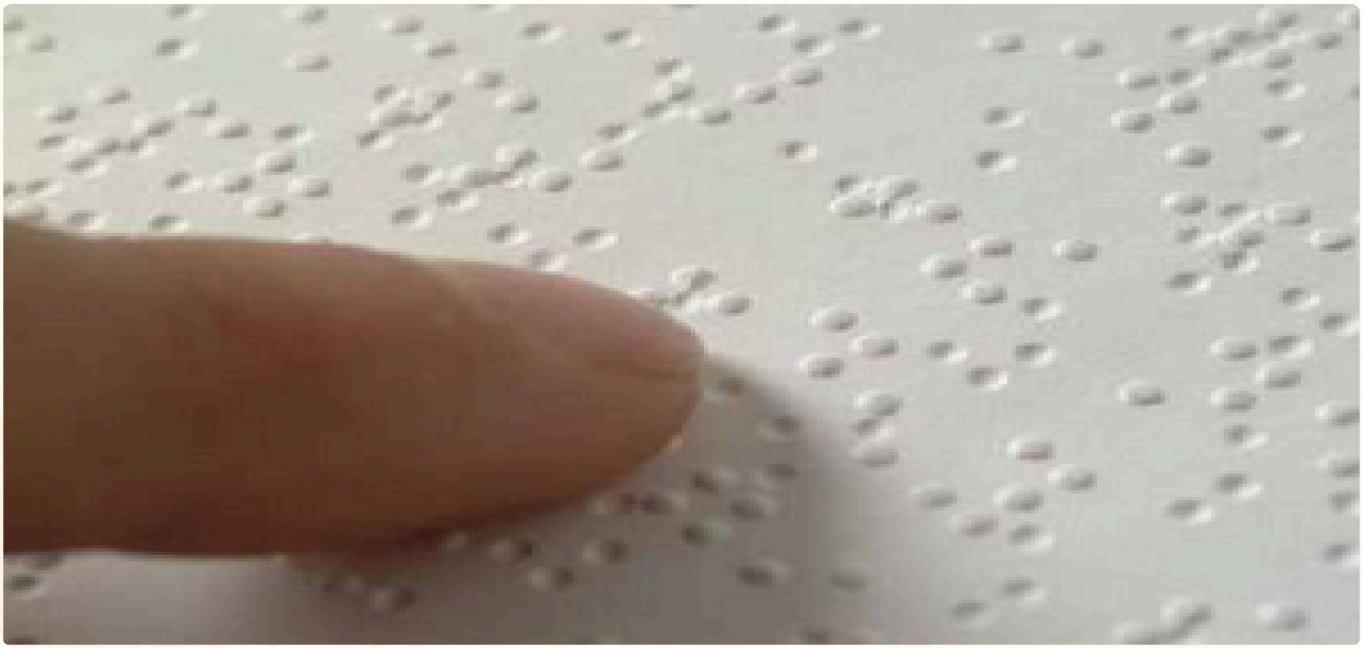
যাওয়ার আর কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। কারণ যা-ই হোক না কেন, মুহাম্মাদ আলী পাশা কুরআনুল কারীমের একটি পাণ্ডুলিপি বুলাক ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেন এবং আলিমগণ তা ছাপানোর অনুমোদন দেন। আর প্রবল মত হলো যে,

এটি ছিল ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। আর মুসহাফ ছাপার পর তৎকালীন মিসরের দিয়ারের মুফতী শাইখ আত-তামীমীর কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, তিনি যেন তার উপর নিজের সিলমোহর বসিয়ে দেন — যাতে সেটি বিক্রি করা ও হাতে হাতে চালানো একটি শরীয়ত-স্বীকৃত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

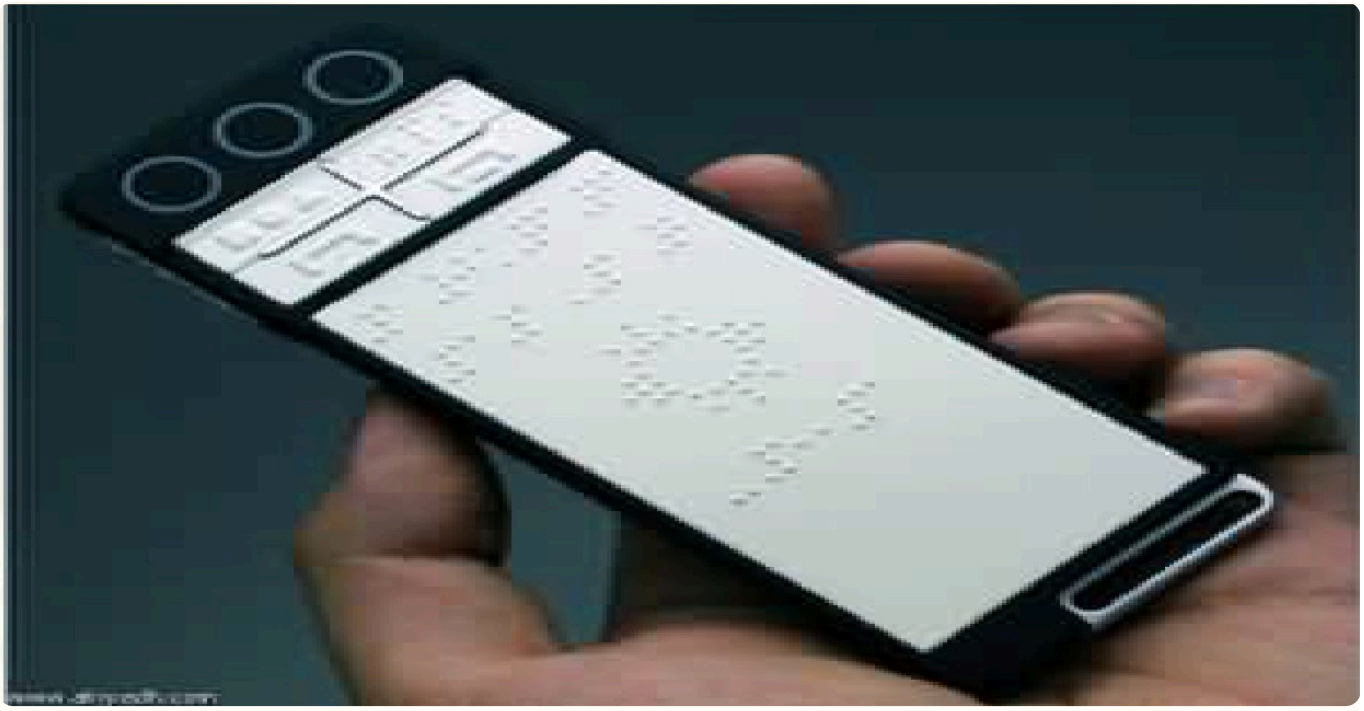
তাঁরা বলেছেন: আল্লাহর রাসূল এটি করেননি, সালাফও করেননি; আর এই ছাপাখানা-মুদ্রণ একটি বিদআত।

আমরা বলি: তাহলে এর চেয়েও বড় যে বিষয়টি রয়েছে, সে ব্যাপারে আপনারা কোথায়? আর তা হলো অন্ধদের জন্য ব্রেইল-লিপির মুসহাফসমূহ।

> [মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — ব্রেইল-লিপিতে উত্থিত বিন্দুতে লেখা একটি পৃষ্ঠার উপর পাঠকের আঙুল রাখা রয়েছে]



> [মূল গ্রন্থে এখানে ছবি — হাতে ধরা একটি ব্রেইল-পাঠযন্ত্র/ডিজিটাল ব্রেইল-ডিসপ্লে]



তাহলে এটি কি কুরআনের লিপি? নাকি এটি আদৌ আরবি? আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তাঁর সাহাবীগণ অথবা শ্রেষ্ঠ শতাব্দীগুলোর মানুষেরা কি এটি করেছেন? আর আপনি যে হরফটি পড়ছেন সেটি কোথায়? এবং এর সাথে লেনদেন করার হুকুম কী? আর যে ব্যক্তি এটি চেনে না, সে যদি তার উপর পা দিয়ে ফেলে বা তা ছুড়ে ফেলে — তখন সে কী করবে? আর এটি আমাদের কাছে কোথা থেকে এসেছে? এ পদ্ধতিটি তো কাফিরদের দেশ থেকেই এসেছে! আর আমি এর বেশি কিছু বলতে চাই না, কেবল এতটুকু ছাড়া যে,

আলিমগণ একে উত্তম গণ্য করেছেন এবং ফতোয়ার মাধ্যমে তা জায়েয বলেছেন।

তাঁরা বলেছেন: তারা এটি করে দ্রুত বিক্রির জন্য।

আমরা বলি: আপনি কি তার অন্তর চিরে দেখেছেন? আর দ্রুত বিক্রি হোক বা ধীরে — তাতে বাধা কী?

তাঁরা বলেছেন: এগুলো কুরআন বিক্রির দোকান।

আমরা বলি: "তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করো, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।"

তাঁরা বলেছেন: হাতে লেখার বদলে ছাপা, আর ক্বারীর বদলে ক্যাসেট।

আমরা বলি: নিশ্চিত উপকার যেখানে রয়েছে, সেখানে ক্ষতি কী?

"মাহ্উ দিয়ে লেখা এবং এসব পদ্ধতি মোটাতাজাও করে না, ক্ষুধাও নিবারণ করে না।"

জবাব: আর আপনার এ কথা — "তা মোটাতাজা করে না এবং ক্ষুধা নিবারণ করে না" — এ ব্যাপারে বলি: আল্লাহর আয়াতসমূহ লেখার কালি যে পানিতে গুলে গেছে, সেই পানি ও তা পান করা সম্পর্কে এ কথা বলা জায়েয নয় যে, তা উপকার করে না। কেননা তাতে যেসব আয়াত রয়েছে সেগুলো আল্লাহরই কালাম — পানি পঠিত হোক, কিংবা লিখিত হোক, অথবা তাতে আল্লাহর আয়াতসমূহ গুলে নেওয়া হোক। আর এ কথায় বেআদবি রয়েছে; কারণ এ পদ্ধতিটি আলিমগণের ফতোয়া দ্বারা অনুমোদিত।

আপত্তি ও আমাদের জবাব

তাঁরা বলেছেন	আমরা বলি
প্রিন্টার বা সিলমোহর হাতে লেখা নয়	মুদ্রিত মুসহাফও হাতে লেখা নয়
রাসূল ও সালাফ করেননি; ছাপাখানা বিদআত	তাহলে অন্ধদের ব্রেইল-লিপির মুসহাফ সম্পর্কে কী বলবেন?
তারা দ্রুত বিক্রির জন্য করে	আপনি কি তার অন্তর চিরে দেখেছেন?
এগুলো কুরআন বিক্রির দোকান	আল্লাহর কিতাবই পারিশ্রমিকের সবচেয়ে বেশি হকদার
হাতে লেখার বদলে ছাপা, ক্বারীর বদলে ক্যাসেট	নিশ্চিত উপকার যেখানে, সেখানে ক্ষতি কী?
এতে মোটাতাজা হয় না, ক্ষুধা মেটে না	এমন বলা জায়েয নয়; এতে বেআদবি রয়েছে

লেখকের নিজের বর্ণিত প্রশ্ন ও জবাব

উপসংহার

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি — এই কিতাব ও এই রিসালা দ্বারা তিনি যেন সেই ব্যক্তিকে উপকৃত করেন, যিনি এর মাধ্যমে কল্যাণ চেয়েছেন; আর প্রতিটি ইলম-অন্বেষণকারীকে যেন এই মাসআলায় আহলে ইলমের বক্তব্যসমূহের দিকে এবং এর বৈধতা-সংক্রান্ত তাঁদের ফতোয়াসমূহের দিকে পথ দেখান।

এক নজরে

- ★ সালাফের একদল থেকে আয়াত লিখে ধুয়ে পান করার বর্ণনা, ইবনুল কায়্যিম উল্লেখ করেছেন
- ★ উদ্ধৃত ফতোয়ায় জিবরীন, ইবনে বায, বাররাক প্রমুখ এতে দোষ দেখেননি
- ★ ফাওযান ও ইবনে বায: উত্তম রোগীর উপর সরাসরি পাঠ ও ফুঁ
- ★ উসাইমীন: জাফরানে লেখা, কালির কলম নয়
- ★ ফতোয়া (৭৮৫২): আহলে ইলমের মতভেদ আছে; শর্তসাপেক্ষে দোষ নেই
- ★ শর্ত: পবিত্র কালি ও বস্তু; আয়াত, যিকর বা বোধগম্য দুআ; রক্ত নয়
- ★ পান করা উত্তম, গোসল নয়; ইমাম আহমাদ থেকে গোসল মাকরূহ বর্ণিত

যাচাই করুন

1. ইবনে বায কোনটিকে উত্তম বলেছেন?

ক. কাগজে লিখে পান করা

খ. রোগীর উপর পাঠ করা ও ফুঁ দেওয়া

2. উসাইমীন কালির কলম বা তরল কলমে লিখে পান করা সম্পর্কে কী বলেছেন?

ক. কোনো সমস্যা নেই

খ. সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি

গ. কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়

3. নববীর বর্ণনায় নাখাঈ কী বলেছেন?

ক. এতে কোনো দোষ নেই

খ. মাকরূহ

গ. ওয়াজিব

4. ইবনুল আরাবী একে কী বলেছেন?

ক. শয়তানের পক্ষ থেকে একটি বিদআত

খ. সুন্নাহ

গ. মুস্তাহাব

5. ফতোয়া ৭৮৫২ অনুযায়ী কী দিয়ে কুরআন লেখা জায়েয নয়, কারণ তা নাপাক?

ক. জাফরান

খ. গোলাপজল

গ. রক্ত

6. আপত্তিকারীদের জবাবে লেখক কোন দৃষ্টান্ত এনেছেন?

ক. কুরআনের তাফসীর

খ. অন্ধদের জন্য ব্রেইল-লিপির মুসহাফ

গ. হাতে-লেখা মুসহাফ

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ

সূচিপত্র

- ভূমিকা — ৫
- কুরআনের মাধ্যমে শিফা-অন্বেষণ — ৭
- একটি হিকমাহ — ৮
- মাহ্উর প্রয়োজন — ১০
- কুরআনী মাহ্উ ও দুআসমূহের মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রসমূহ — ১১
- মাহ্উ লেখার পদ্ধতি — ১৩
- মাহ্উ কে লিখবে — ১৪
- মাহ্উর উপাদান লেখা কী — ১৫

- মাহ্উ ও লেখা তৈরির পদ্ধতি — ১৭
- দ্বিতীয়ত: কালি তৈরির পদ্ধতি — ১৯
- তৃতীয়ত: সরঞ্জাম ও ছবিসহ লেখার পদ্ধতি — ২০
- সমগ্র বিশ্বের প্রতি একটি সামগ্রিক দৃষ্টি — ২৬
- মাহ্উ ছাপানো থেকে উপকৃত এক বোনের ঘটনা — ২৭
- মাহ্উর মাসআলাসমূহে আহলে ইলমের ফতোয়াসমূহ — ২৮
- রুকইয়াহর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসমূহ — ২৯
- এমন সিলমোহরসমূহ যেগুলোতে কিছু আয়াত রয়েছে — ৩২
- জাফরান দিয়ে মাহ্উ — ৩৩
- ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব — ৩৬
- সূচিপত্র — ৪৮

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত



আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে

রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464